১২ এপ্রিল ২০২৫

আনন্দলোক



স্মরণে ‘ভারত’
মনোজকুমার

ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দুই নায়িকার গল্প

এই প্রথম কোনও বাংলা ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদের শুটিং হল **শর্মিলা ঠাকুর**-এর দিল্লির বাংলোতে। সঙ্গে **ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত**। আনন্দলোক-এর শুটিংয়ে দুই নায়িকা উজাড় করলেন মনের কথা। পুরনো সময় ঘুরে যা এসে দাঁড়াল বর্তমানে


আরও আনন্দ | ORIGINALS
শ্যামল দত্ত চৌধুরী-র গল্প 'নিশুতিরাতের ঢাকি' অবলম্বনে
ঢাকি
পরিচালনা : সর্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় | পরিবেশনা : অভিরূপ ঘোষ
আরও ভয়, আরও শিহরণ, আরও আতঙ্ক...
দেখুন 'আনন্দপ্লেক্স'-এ
ইনস্টল করে সাবস্ক্রিপশন করলেই আপনার জন্য থাকছে এমনই আরও ওয়েব সিরিজ় সহ বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda
ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative

আনন্দলোক কোথায় কী

৫১ বর্ষ ৬ সংখ্যা ১২ এপ্রিল ২০২৫

কভার ড্রাইভ



করলেন মনের কথা। ৬

১৬

দেশপ্রেমের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর তিনি।
মনোজকুমার-এর প্রভাব আজও অমলিন।



মিঠুন চক্রবর্তী-অঞ্জন দত্ত ২৪

সৃজিত -কৌশানী ৩৮



৫৮

আইনি জটিলতায় কুণাল কামরা ২৮

ইনবক্স ৪

পদবাচ্য ৪১

স্পোর্টস ৪২

স্টেডিয়াম ৪৪

ছবিঘর ৪৬

বলিBUZZ ৫০

চ্যানেল টু চ্যানেল ৫২

টলিTALE ৫৪

সপ্তক ৫৬

টলিটুকি ৫৭

হলিHOOK ৬২

সিনেগ্রাফ ও
ওটিটি গ্রাফ ৬৪



স্টাইলোমিটার

আনন্দ শাড়িতে বলি সুন্দরীরা ৩০

প্রচ্ছদ: শর্মিলা ঠাকুর ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত
ফোটো: সোমনাথ রায়

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by
Zahra Basrai on behalf of
ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V
Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 6th
RNI Regd No. 27039/74



■ সুনীতা উইলিয়ামস

সংগ্রহে রাখার মতো

কভার ড্রাইভের বিষয়বস্তু প্রশংসনীয়। সুনীতা উইলিয়ামসের জীবনের বিভিন্ন কথা সর্বোপরি মহাকাশচারণা যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তা অনবদ্য। সংগ্রহে রাখার মতো একটি সংখ্যা।

মোহিনী বসাক, যাদবপুর

অবাক হলাম

ক্রিকেট নিয়ে এত স্টোরি, বড় বড় প্রতিবেদন... অথচ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফি নিয়ে কোনও লেখা নেই? এ দিকে অন্যান্য বার ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপ কিংবা টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়েও লেখা প্রকাশ হয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফির কি কোনও গুরুত্ব নেই? খুবই লজ্জাজনক!

কুশল পাল, হাবরা

পছন্দসই

ইদের মরশুমে তারকাদের পরব পালন ও খাওয়া-দাওয়া নিয়ে এরকম একটি প্রতিবেদন পড়ে বেশ ভাল লাগল। মীর থেকে নুসরত, সকলের বিশেষ রেসিপি সংগ্রহে রাখলাম।

সৈয়দ নূর, বাঁকুড়া

ধোঁয়াশা ছিল

পরিচালক রাজর্ষি দের ব্যাপারটি একেবারেই জানতাম না, তা নয়। কিন্তু আনন্দলোক-এর ২৭ মার্চ সংখ্যায় যথাযথ প্রমাণ সহকারে তা তুলে ধরা হয়েছে। বুঝতে সুবিধা হল ঘটনাটি।

রশ্মিতা সেন, মেদিনীপুর



■ মীর আফসার আলি



■ রাজর্ষি দে ও নুসরত জাহান



চর্চিত বিষয়

ক্রিকেটারসহ অন্যান্য তারকাদের জনপ্রিয়তা সত্যিই অনুরাগীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাতে সন্দেহ নেই। আশা করি, আনন্দলোক-এ ক্রিকেটার এবং ভক্তদের নিয়ে যে প্রতিবেদন লেখা হয়েছে, এমন আরও পাব ভবিষ্যতে।

শ্রেয়া মুখোপাধ্যায়, বারুইপুর



■ বিরাট-অনুষ্কা

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in



শর্মিলার সঙ্গে ঋতুপর্ণার সম্পর্ক এখন যেন সত্যিই মা-মেয়ের

ফোটো: সোমনাথ রায়



ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দুই নায়িকার গল্প

এই প্রথম কোনও বাংলা ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদের শুটিং হল **শর্মিলা ঠাকুর**-এর দিল্লির বাংলোতে। কেমন ছিল সেই অভিজ্ঞতা? আসলে দীর্ঘ ১৪ বছর পর আবার বাংলা ছবিতে ফিরছেন সত্যজিতের 'অপর্ণা'! **ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত**র সঙ্গে। এই নববর্ষে আসছে তাঁদের 'পুরাতন'। সেই সূত্রে দুই প্রজন্মের দুই নায়িকা উজাড় করলেন মনের কথা। পুরনো সময় ঘুরে যা এসে দাঁড়াল বর্তমানে। তাঁদের মুখোমুখি **কৌশিক পাল**

নিউ দিল্লির বসন্ত বিহারে শর্মিলা ঠাকুরের সাদা তিন তলা বাংলোর বসার ঘরটি যেন একটা ছোটখাটো আর্ট গ্যালারি! এম এফ হুসেনেরই তিন-তিনটে পেন্টিং! এছাড়াও রয়েছে বিশ্ববরেণ্য শিল্পীদের কাজ। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা শিল্পকর্ম অত্যন্ত যত্ন সহকারে সাজানো গৃহকত্রীর নিপুণ হাতে। যে দিকে চোখ যায়, সেখানেই তা আটকে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। বাঙালি পরিচারক এসে জানিয়ে গেলেন, 'যে-কোনও কর্নারই আপনারা ব্যবহার করতে পারেন ব্যাকড্রপ হিসেবে।' স্বস্তির শ্বাস পড়ল যেন। এতক্ষণ বুঝে উঠতে পারছিলাম না, বসার ঘরের চারটি ভিন্ন-ভিন্ন সিটিং অ্যারেজমেন্টের ঠিক কোন অংশটিতে পাওয়া যাবে ছবি তোলার অনুমতি। মার্বেলে মোড়া ফায়ার প্লেসের পাশাপাশি মনে ধরেছিল সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা গার্ডেন এরিয়া লাগোয়া জানলার পাশটিও। গাছের সারি ভেদ করে, শ্যাওলা রংয়ের সোফায় এসে পড়ছে সকালের মিঠে রোদ... ও হ্যাঁ, বলা হয়নি, 'অন্তহীন'-এর ১৪ বছর পর বাংলা ছবিতে আবারও কাজ করছেন সত্যজিতের 'অপর্ণা'। নববর্ষে আসছেন 'পুরাতন' নিয়ে। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর প্রযোজনায় যে ছবিটি পরিচালনা করছেন সুমন ঘোষ। সেই সূত্রেই আনন্দলোক-এর দিল্লি যাওয়া। আনন্দলোক-এর এক্সক্লুসিভ কভারশুট, হবে শর্মিলার বাড়িতেই। শর্মিলা-ঋতুপর্ণা একত্রে।

বেয়ারা এসে চা-স্ন্যাক্স দেওয়ার ফাঁকেই অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এলেন শর্মিলা ঠাকুর। অফ হোয়াইট তসরের উপর সোনালি বাঘের মোটিফ। সঙ্গে লাল ব্লাউজ়ের কনট্রাস্ট। কী অপূর্ব যে লাগছে তাঁকে! এসে বসলেন, সেই শ্যাওলা রংয়ের সোফাতেই। যেন আগে থেকেই আন্দাজ করতে পেরেছেন, ফোটো তোলার ব্যাকড্রপ হিসেবে এই জায়গাটিই পছন্দ আমাদের। শুরু হল কথোপকথন...

এই মুহূর্তে শহর কলকাতায় চলছে 'নায়ক', বড় পর্দায়। সেই সূত্রে একটি স্বীকারোক্তি দিয়ে শুরু করি। সত্যজিতের এই কালজয়ী সিনেমায় 'অদিতি' রূপে আপনাকে দেখে সত্যিই নতুন করে প্রেমে পড়লাম। শুধু আমার বয়সি মানুষজন নন, স্বচক্ষে দেখলাম এই জেনারেশনের ছেলেমেয়েরাও অদিতি-অরিন্দম-এ (উত্তমকুমার) একই রকম মুগ্ধ! আপনার কাছে এই বিষয়ে কি কোনও খবর আছে?

শর্মিলার: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। ক'দিন আগে তো ছবিটা এখানে (পড়ুন, দিল্লিতে) চলল। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে। আমি গিয়েছিলাম বসন্তকুঞ্জের একটি মাল্টিপ্লেক্সে। আমার কিছু বান্ধবী, পরিচিত বেশ কিছু বাঙালি মানুষ



■ 'অপুর সংসার'-এ 'অপর্ণা'র ভূমিকায় শর্মিলা

গিয়েছিলেন। অবাঙালিরাও অবশ্য ছিলেন। জামিয়া মিলিয়া থেকে মাস কমিউনিকেশনের বেশ কিছু স্টুডেন্টও এসেছিলেন। সকলের সঙ্গে বসে দেখলাম। আমার এত ভাল লেগেছে, এত ভাল লেগেছে কী বলব! একে তা বড় পর্দায়, তার উপর রিস্টোর্ড প্রিন্ট। সুব্রতদার (মিত্র) ফোটোগ্রাফি, তার মাইনিউট ডিটেলস... আর উত্তম তো একেবারে অসাধারণ! আমার নিজেকে দেখেও খুব খুব





■ এখনও একই রকম মোহময়ী। দিল্লির বাসভবনে নিজের ড্রয়িংরুমে শর্মিলা

ফোটো: সোমনাথ রায়

ভাল লেগেছে। আসলে আমি তখন (১৯৬৬ সাল, 'নায়ক' যখন মুক্তি পেয়েছিল) বুঝতে পারিনি নিজের অভিনয়টা। বড় পর্দায় ৬০ বছর আগে দেখা তো! এখন দেখে আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। এখানে 'আরাধনা'ও (ওখানে নায়ক রাজেশ খন্না) দেখাল বিগ স্ক্রিনে, ওটা নিজের মতো, বলিউড ফিল্ম। বাট 'নায়ক' ওয়াজ় ফ্যান্টাসটিক!

সত্যি বলতে কী, মেস জীবনে যখন প্রথমবার কম্পিউটারের টিএফটি মনিটরে 'অপুর সংসার' দেখেছিলাম, আমরা সকলেই উইশ করতাম, ইস্, আমাদের জীবনে যদি 'অপর্ণা'র মতো ('অপুর সংসার'-এ শর্মিলার চরিত্রের নাম) কেউ একজন আসে…

শর্মিলা: (স্মিত হেসে) কী ভাল লেখা! 'নায়ক'-ও তাই। মাণিকদা (সত্যজিৎ রায়) যেভাবে লিখেছেন… এক-একটা ডায়লগ আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। অপু বলছে, 'তোমার কোনও অনুশোচনা হয় না?' অপর্ণা বলছে, 'অত শক্ত কথা বুঝি না।' অপু বলল, 'আফসোস বোঝো, আফসোস?' 'বুঝি'। তারপর যখন বেশ কিছুটা পর অপর্ণা বলে, 'যে টিউশানিটা আছে, সেটাও ছেড়ে দাও। তারপর আমার গরীব বর সন্ধের আগেই বাড়ি ফিরে আসবে। আর আমার কোনও অনুশোচনা থাকবে না।' তার মানে ও জানে অনুশোচনার মানে। অনুশোচনা থেকে আফসোস, সেখান থেকে অনুশোচনায় ফিরে আসা, কী অসাধারণ ডায়লগ!

ছবিটা দেখে কখনও মনে হয়নি, ওটা আপনার প্রথম অভিনয়! বরং এটা শুনেছিলাম, প্রথম শট দেওয়ার আগে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নাকি বেশ ভয়ে-ভয়ে ছিলেন। এবং সৌমিত্র যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার ভয় করছে কিনা, আপনি নাকি বলেছিলেন, 'একেবারেই না। ভয় করবে কেন?' এটা কি সত্যি?

শর্মিলা: (সশব্দে হেসে উঠে) আসলে উনি তখন একজন বড় অভিনেতা হবেন, সেই ভাবনায় ছিলেন। আমার সেরকম কোনও ব্যাপারই ছিল না। আমি তখন নেহাতই স্কুল গার্ল। পরিচালক যা বললেন, করে দিলাম। আমার সেরকম কোনও টেনশনই ছিল না যে, আমাকে ছবিতে ভাল হতে হবে বা নাম করতে হবে… সেই অভিজ্ঞতাগুলো বড় ভাল ছিল।

কথায় বলে, 'স্মৃতি সতত সুখের।' সেখান থেকেই আসে 'পুরাতন'-এর কথা। এই 'পুরাতন' বলতে আপনার মাথার মধ্যে প্রথম কী আসে?

শর্মিলা: ইতিহাস, ঐতিহ্য সবই তো জুড়ে আছে 'পুরাতন'-এর সঙ্গে। আমরা যেমন চারপাশে দেখি, বয়স হয়ে গেলে মানুষকে খুব সহজেই বাতিল করে দেওয়া হয়। হয়তো মানুষ ভাবে, ও কী-ই বা জানে, বয়স হয়ে



■ 'অপুর সংসার'-এ শর্মিলা ও সৌমিত্র। দু'জনেরই ডেবিউ হয় সত্যজিৎ রায়ের এই ছবিটির হাত ধরে

গেছে... হয়তো জানত এক কালে, কিন্তু এখন আমাদের সঙ্গে এই যুগে কীভাবে মানাবে? তবে সুমনের এই ছবিটায় মনের টানের একটা ব্যাপার আছে। ঐতিহ্যের ব্যাপার আছে। লোকেশনটা কী সুন্দর (বরানগরের পুরনো বাড়িটি)! আমার ছবিটা খুব ভাল লেগেছে।

আপনি তো প্রায় ১৪ বছর পর আবার বাংলা ছবিতে কাজ করতে রাজি হলেন। কী এমন স্পেশ্যাল আছে এই ছবিটায়?

শর্মিলা: ঋতুর (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) সঙ্গে আমার অনেকদিন ধরেই কথা হচ্ছে। ও বলছিল, আমাকে একটা ভাল স্ক্রিপ্ট পাঠাবে। ন্যাচরালি, ও খুব নাম করা অভিনেত্রী। এত সাকসেসফুল অভিনেত্রী। তার সঙ্গে এত ভাল প্রোডিউসর। সুমনও (পরিচালক সুমন ঘোষ) কত ভাল ভাল ছবিতে কাজ করেছে। আই সেড ইয়েস। আর স্ক্রিপ্টটা খুব ভাল ছিল। এই ধরনের রোল আমি আগে করিনি। আমার বয়সের সঙ্গে মানানসই। তাই হ্যাঁ বলে দিয়েছিলাম।

এত লম্বা সময় পরে বাংলায় কাজ করলেন। এর মাঝে কি কেউ আপনাকে কোনও বাংলা ছবি অফার করেনি? নাকি আপনার কাছ অবধি পৌঁছতেই পারেনি?

শর্মিলা: সেরকম ভাল কোনও রোল সত্যিই আসেনি। তবে আমি চাই ভাল-ভাল চরিত্রে অভিনয় করতে। সৌমিত্র যেমন বেশ কিছু ভাল ছবিতে কাজ করল, ‘ময়ূরাক্ষী’, ‘বেলাশেষে’, ‘বেলাশুরু’... ওই ধরনের রোল এলে নিশ্চয়ই করব। আশা করি, ‘পুরাতন’-এর পরে এরকম ভাল কাজের অফার আরও আসবে।



বিয়ের পর নবাব মনসুর আলি খান পটৌডির সঙ্গে শর্মিলা ঠাকুর



‘পারমিতার একদিন’ ছবিটি অভিনেত্রী হিসেবে এগিয়ে দিয়েছিল ঋতুপর্ণাকে। সঙ্গে অপর্ণা সেন

নিশ্চয়ই আসবে। আচ্ছা, সত্যজিৎ রায় নাকি ‘অপুর সংসার’-এর সময় সেই অর্থে আপনার কোনও অডিশন নেননি! আপনি শাড়ি পরে গিয়েছিলেন এবং আপনাকে দেখেই...

শর্মিলা: না, না একেবারেই না, আমি ফ্রক পরে গিয়েছিলাম। তখন উনি মঙ্কুদিকে (সত্যজিতের স্ত্রী, বিজয়া রায়) বলেন, ওকে একটু চেঞ্জ করিয়ে আনো। মঙ্কুদি আমাকে একটা আটপৌরে শাড়ি পরালেন, চুলটা টেনে খোঁপা করলেন... তারপর আমাকে দেখে মাণিকদা বললেন, ‘এসো অপর্ণা।’

> আমি কখনও কোথাও প্রস্তুতি ছাড়া যাই না। যদি আমাকে কেউ কিছু বলতে বলেন, তখন অনেক কথা জিজ্ঞেস করি। বিষয়টা নিয়ে ভাবি।

হ্যাঁ, এগজ্যাক্টলি। যেটা বলতে চাইছিলাম, উনি আপনাকে দেখে চরিত্রের নাম ধরেই ডেকেছিলেন। শর্মিলা বলে নয়...

শর্মিলা: হ্যাঁ, ওই রূপে আমাকে দেখে উনি খুব খুশি হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তার আগে অনেকেই ওঁকে বলেছিলেন, আমার বয়স কম। আমি কী ভাবে অপর্ণার চরিত্র

ফুটিয়ে তুলব!

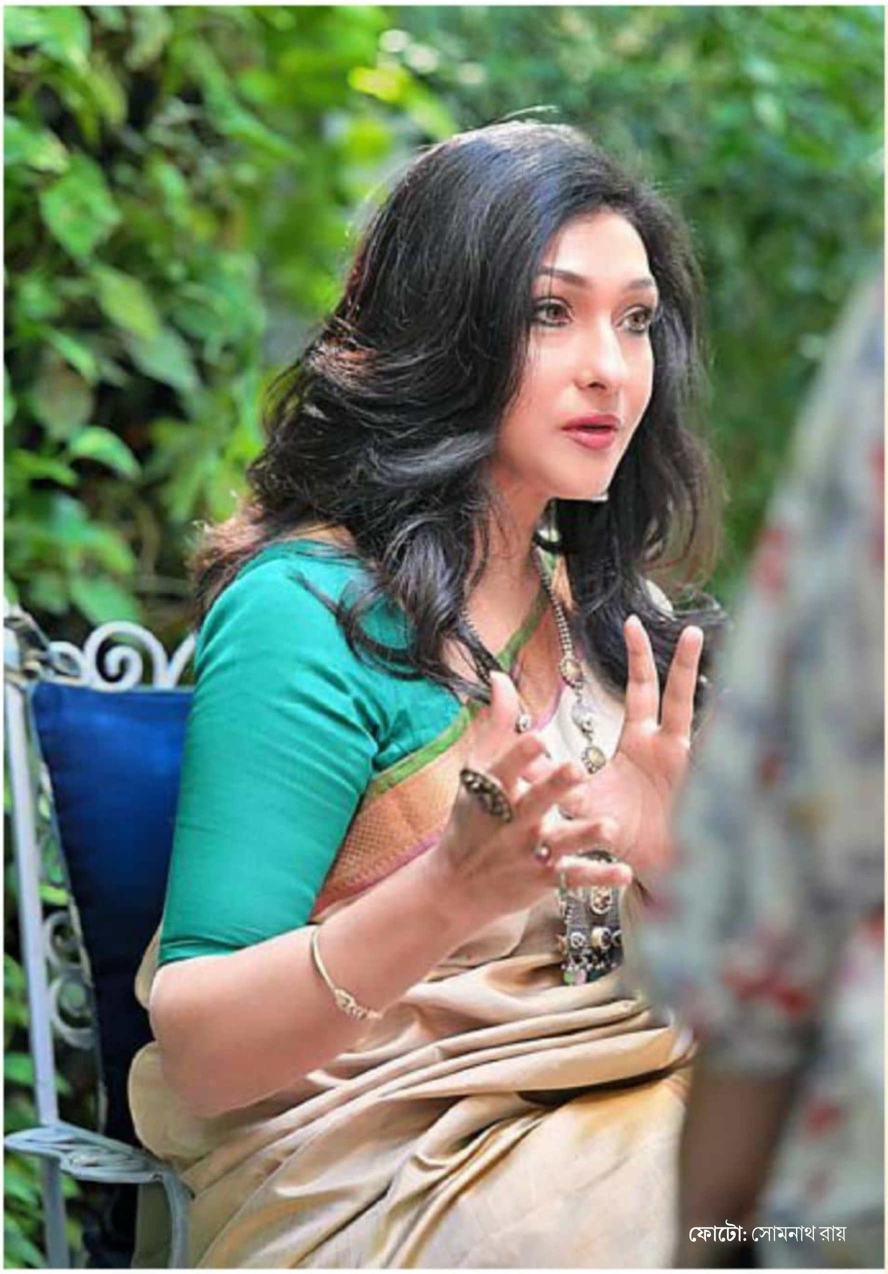
বলা যেতে পারে, 'ব্যালেন্স' শব্দটার প্রতিশব্দ 'শর্মিলা ঠাকুর'ও হতে পারে। কারণ সিনেমায় আসা থেকে, মনসুর আলি খান পটৌডির সঙ্গে দু'বছরের কোর্টশিপ, বিয়ে (১৯৬৮), দু'বছর পর প্রথম সন্তান সেফ-এর জন্ম, পরিবার, কেরিয়ার, UNESCO-র গুডউইল অ্যাম্বাসাডর (২০০৫), CBFC-র চেয়ারপার্সন (২০০৪-২০১১), একাধিক NGO-র সঙ্গে এত কাজ, কীভাবে ম্যানেজ করেছেন?

শর্মিলা: কান্ট প্লে ইট ব্যাক। কী করে হল, কেন আমি হ্যাঁ বললাম, কী করে এত ভালভাবে উতরে গেলাম, জানি না। সবসময় যে ব্যালেন্স করে, ভেবেচিন্তে করেছি, তা নয় কিন্তু। ওটা হয়ে যায়। কখনও-কখনও কোথাও গিয়ে আটকেও গিয়েছি, কিন্তু মন দিয়ে সেটা সমাধানের চেষ্টা করেছি। আমি চেষ্টা করেছি, উতরে গিয়েছি। না-ও ভাল হতে পারত সব কিছু। তখন মানুষ বলতেন, ভাল ভাবে করতে পারেনি। কিন্তু আমার চেষ্টাটা ছিল। একটু জানাশোনা, অনেকটা পড়াশোনা। যে-কোনও জায়গায় একটু প্রস্তুতি নিয়ে যাওয়া। আমি কখনও কোথাও প্রস্তুতি ছাড়া যাই না। যদি আমাকে কেউ কিছু বলতে বলেন, আমি অনেক কথা জিজ্ঞেস করি। বিষয়টা নিয়ে ভাবি। জানার চেষ্টা করি। নতুন কিছু বলার চেষ্টা করি। অনেকেই সেটা করেন না, স্পটে পৌঁছে নিজের মনের মতো কিছু একটা বলে দেন... আমি সেটা কখনও করি না।

আপনি বরাবরিই 'অন মাই ওন টার্মস'-এ বিশ্বাস করে এগিয়েছেন। সেটা বিকিনি পরে শট দেওয়া (অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস, ১৯৬৭) হোক বা অন্য ধর্মে বিয়ে (মনসুর আলি খান পটৌডি), লোকে কী বলবে তা নিয়ে তোয়াক্কা করেননি। যে-কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই যে মানসিক জোর, তা কোথা



ফোটোশুটের মাঝে দুই নায়িকার কথোপকথন
ফোটো: সোমনাথ রায়



■ শুটিংয়ের মাঝে প্রযোজক ঋতুপর্ণা ব্যস্ত ছবির প্রমোশনাল প্ল্যান নিয়ে

থেকে অর্জন করেছেন?

শর্মিলা: তোয়াক্কা নিশ্চয়ই করেছি। কোনও কিছু করার আগে লোকে কী বলবে, হয়তো সেটা ভাবিনি। তবে আমি যা করলাম, তার যা রি-অ্যাকশন হল, সেটা দেখে শিখেছি। বুঝেছি, আমি একজন পাবলিক ফিগার, আমি ছবিতে অভিনয় করি। আমার নিজস্ব দর্শক আছেন, তাঁদের কেউ কম বয়সি, কেউ বয়স্ক। তাঁরা কী চান আমার কাছ থেকে, সেটা বোঝা আমার একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে এমনও নয় যে, আমি নিজেকে একেবারে ভুলে গিয়ে, দর্শক যেটা চাইছেন, শুধু সেটাই করেছি। করেছি, কিন্তু একটা সামঞ্জস্য রেখে। আসলে আমি অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি। ভুল করে শিখেছি, ভাল করে শিখেছি। কম বয়সে অনেক কিছু করেছি, সেটা হয়তো এখন দেখতে অতটা ভাল লাগে না। সব কিছুর একটা সঠিক সময় আছে। তবে টাইগারের (মনসুর) সাপোর্ট আমি সব সময় পেয়েছি।

আনন্দলোকের একটা পুরনো সাক্ষাৎকারে দেখছিলাম, আপনি যখন বিয়ের পরে প্রথম পটৌডিতে গিয়েছেন তখন আপনাদের নিজস্ব এমব্লেম ছিল, আপনাদের আলাদা পতাকা ছিল... আপনি তো এখনও ওখানকার বহু বিষয় দেখাশোনা করেন, স্টাফদের ভাল-মন্দ...

শর্মিলা: এখন সেফও দেখাশোনা করে।

শর্মিলা ঠাকুরের কাছ থেকে কত কী যে শিখলাম!: ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

‘পুরাতন’-এ শর্মিলা ঠাকুরের নির্বাচনটা কার, আপনার নাকি পরিচালক সুমন ঘোষের?

ঋতুপর্ণা: একটা অ্যাওয়ার্ড শো-তে শর্মিলাজির হাত থেকে আমি একটা পুরস্কার পাই। তারপর থেকে ওঁর সঙ্গে আমার প্রায় কথা হত। বিভিন্ন বিষয়ে। বলেছিলেন, আমার ‘মন্দ মেয়ের উপাখ্যান’ ওঁর খুব প্রিয়। আমি আমার সব ছবির ট্রেলার ওঁকে পাঠাতাম। উনি ফিডব্যাক দিতেন। একদিন ফোনে হঠাৎ উনি বাংলা ছবিতে কাজ করার ইচ্ছের কথা শেয়ার করলেন, বললেন, ‘যদি সেটা তুমি করো... আমার খুব ভাল লাগবে।’ ওঁর এই কথাটা শুনে আমার এত আনন্দ হল যে, কী বলব! উনি আমাকে এতটা ভরসা করেন, এতটা স্নেহ করেন... এটা আমার কাছে বিরাট বড় পাওয়া। তবে ওঁর মতো অভিনেত্রী, এত বছর পর বাংলায় কাজ করতে চাইছেন, যে-কোনও গল্প নিয়ে তো আর সেটা সম্ভব নয়। কাকে দেব এই গুরুদায়িত্ব, সেটা নিয়ে যখন ভেবে চলেছি, তখন একদিন সুমন আসে আমার কাছে একটা ডকুমেন্টরির (পরমা) কাজে। ও কথায়-কথায় বলল, ‘আমার না কয়েকদিনের মধ্যে শর্মিলা ঠাকুর আর মমতাশঙ্করের সঙ্গে দেখা হবে, আমেরিকায়। সত্যজিৎ রায়ের উপরে একটা সেমিনার আছে...’ কথাটা শুনে কী জানি কী মনে হল, আমি ওকে শর্মিলাজির ইচ্ছের কথাটা জানালাম। কারণ শর্মিলাজির কনটেম্পোরারি অনেকের সঙ্গে সুমনের কাজের অভিজ্ঞতা আছে। সেটা সৌমিত্রজজেঠু হোক বা মিঠুনদা বা অপর্ণা সেন। সুমন অসম্ভব ভাল স্টোরিটেলার। তাই ভাল গল্প লেখার দায়িত্বটা ওকেই দিলাম। আমার আর সুমনের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনার পর হল ‘পুরাতন’-এর জন্ম। মা-মেয়ের এক অনবদ্য সম্পর্কের গল্প। গল্পটা যখন শর্মিলাজিকে শোনানো হল, উনি এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন! আর এই নতুন জার্নির শুরুটা উনি করলেন আমাদের অপূর্ব গলৌটি কাবাব খাইয়ে!

অভিনেত্রী হিসেবে শুধু নয়, প্রযোজক হিসেবেও দরাজ সার্টিফিকেট শর্মিলা ঠাকুরের কাছ থেকে পেয়েছেন! কিন্তু যখন কাজটা চলছিল, তখন কি আপনি প্রযোজক হিসেবে খুব চাপে ছিলেন, নাকি পুরো প্রসেসটা জাস্ট এনজয় করেছেন?

ঋতুপর্ণা: দ্যাটস অ্যান ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। এর আগেও আমি বেশ কিছু ছবি প্রযোজনা করেছি। কিন্তু এতবড় মাপের একজন তারকাকে নিয়ে কখনও কাজ করিনি। এটা আমার কাছে একটা ইন্সপিরেশনের জায়গা। তাছাড়া এমন বড় মাপের একজন শিল্পীকে ১৪ বছর পর ইন্ডাস্ট্রিতে ফিরিয়ে আনা, এটাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। ভালবাসার জায়গাও বটে। কারণ উনি চাইলেই যে-কোনও প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে কামব্যাক প্রজেক্টটা করতে পারতেন। কিন্তু উনি আমার উপর ভরসা রেখেছিলেন।



'পুরাতন'-এর ডাবিং সেশনে দুই নায়িকা

আমি তো খুব বড় প্রযোজক নই। সব সময় খুব ক্যালকুলেশন করে কাজ করি, তা ও নয়। মাই হার্ট রুলস ওভার মাই হেড। চাপ ছিল, কিন্তু পুরো প্রসেসটা এনজয় করেছি। আর ওঁর যা কনট্রিবিউশন, উফ, জাস্ট ভাবা যায় না। ধরুন সাতটার সময় কলটাইম, উনি কিন্তু সাতটাতেই রেডি! প্রত্যেকদিন। রেডি হয়ে শর্মিষ্ঠাকে (ঋতুপর্ণার ম্যানেজার) ফোন করতেন, 'আমি রেডি হয়ে গেছি কিন্তু।' তারপর দেড় ঘণ্টা ট্র্যাভেল করে লোকেশনে পৌঁছনো... এই বয়সেও ওঁর সময়ানুবর্তিতা দেখার মতো। শি ইজ় সো প্রফেশনাল। মানুষ হিসেবও ওঁর ভাবনা সত্যিই নতুন করে ভাবতে শেখায়। উনি চাইলে যে-কোনও বড় হোটেলে থাকার কথা বলতেই পারতেন। কিন্তু থাকতেন পার্ক স্ট্রিট এলাকায় ওঁর এক বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুর সঙ্গে বাকি সময়টা কাটাবেন বলে। কলকাতায় শুটিং চলাকলীন পুরো ১৫ দিন ওই বন্ধুর বাড়িতেই ছিলেন। ওঁর যে এই বন্ধুত্বের মর্যাদা দেওয়া, বন্ধুর প্রতি ভালবাসা, বন্ধুত্বের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার চেষ্টা... সত্যিই অনবদ্য। আমিও একদিন গিয়েছিলাম ওই বাড়িতে। সঙ্গে করে পেস্ট্রি নিয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন আবার শর্মিলাজির বন্ধুর জন্মদিন ছিল। একসঙ্গে মজা করে আমরা সেসব খেলাম। ওই বাড়িটাতেই না একটা বন্ধুত্বের আবহ আছে। কী সুন্দর যে ওঁদের বন্ধুত্ব, আমার খুব ভাল লেগেছে। শর্মিলাজি কই মাছ, ভেটকি মাছ খেতে খুব ভালবাসেন। আমি চেষ্টা করতাম বাড়ি থেকে ওঁর জন্য কই মাছের পাতলা ঝোল বা ভেটকি মাছের কোনও প্রিপারেশন নিয়ে যেতে। উনি খুব আনন্দ করে খেতেন।

শর্মিলা ঠাকুরকে এত কাছ দেখে আপনি যা শিখলেন, তার মধ্যে দুটো পয়েন্ট যদি হাইলাইট করতে বলি...

ঋতুপর্ণা: শিখলাম, গ্রেসফুলি জীবনকে কী ভাবে এমব্রেস করতে হয়, কী ভাবে বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে প্রসঙ্গিক রাখতে হয়। উনি আমার সঙ্গে রিসেন্ট ছবি নিয়ে যেভাবে আলোচনা করেছেন, আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। শিখলাম, নিজের ইয়ুথটাকে বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে কী ভাবে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে হয়... শুধু চেহারার দিক থেকে বলছি না, মনের দিকটার কথাও বলব, সেটাকে কী ভাবে সতেজ-সবুজ রাখা যায়, সেটা ওঁর কাছ থেকে আবারও শিখলাম। নিজেকে আপ টু ডেট রাখার এই যে মানসিকতা, সেটা সকলের জন্য শিক্ষণীয়। আমি নিজে যেভাবে মাল্টিটাস্কিং করি, সেটা কিন্তু উনিও করেন, এই বয়েসেও। সেটা আমাকে ভীষণ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আর অ্যাজ় অ্যান অ্যাক্টর, ওঁর প্রফেশনালিজ়ম ও টাইম ম্যানেজমেন্ট। অসাধারণ। ওঁর স্নেহ আমার মন ছুঁয়ে গিয়েছে। আমার মা যখন মৃত্যুশয্যায়, পুরোপুরি আনকনশাস, তখন উনি আমাকে বলতেন, 'তুমি না সবসময় তোমার মায়ের কানে-কানে কথা বলবে। জানবে, উনি সব শুনতে পাচ্ছেন।' এত সুন্দর করে বলেছিলেন কথাগুলো, আজও আমার কানে বাজে। বলেছিলেন, 'তোমার যখনও মন খারাপ করবে, কথা বলতে ইচ্ছে করবে, আমাকে ফোন কোরো, কথা বোলো, মন হালকা হবে।' শর্মিলা ঠাকুরের মতো একজন মানুষকে কাছ থেকে দেখা, বোঝা, এটা আমার কাছে খুব বড় পাওয়া।



'পুরাতন'-এর শুটিংয়ে পরিচালক সুমন ঘোষের সঙ্গে শর্মিলা ও ঋতুপর্ণা

করিনাও করে। ওরাই বেশির ভাগটা করে। আমার তো ১৯৬৮-তে বিয়ে, ১৯৬৬-তে এনগেজমেন্ট হয়েছিল, বিয়ের আগের দু'বছর আর বিয়ের পরের দু' বছর ওই এমব্লেম, পতাকা সব আমি দেখেছি। গাড়ির নম্বরের জায়গায় 'পটৌডি ১', 'পটৌডি ২'... এভাবে লেখা থাকত। ওটা একটা প্রিভিলেজের মধ্যে ছিল। তারপর তো ১৯৭০ সালে সরকার (ইন্দিরা গান্ধী তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী) ওই সমস্ত প্রিভিলেজগুলো তুলে নিল...

আচ্ছা শর্মিলাজি, টাইগার পটৌডি নাকি একবার আপনার সঙ্গে কথা বলবেন বলে উপহারস্বরূপ পাঁচখানা ফ্রিজ় পাঠিয়েছিলেন? যাতে সেগুলো কে পাঠালেন, তা জানার ইচ্ছে থেকে মানুষটিকে একবার ফোন কল করেন?
শর্মিলা: (খুব জোরে হেসে উঠে) সত্যি সত্যি পাঠায়নি, টেলিফোনে মেসেজটুকু পাঠিয়েছিল যে আমার নামে পাঁচটা ফ্রিজ় এসেছে! আসলে সেই সময় কোনও ইমপোর্টেড জিনিস আসা মানে তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন,

> সম্প্রতি 'নায়ক' ও 'আরাধনা', দুটোই বড় পরদায় দেখার পর আরও বেশি করে মনে হল, 'নায়ক' এখনও কনটেমপোরারি, 'আরাধনা' ইজ় নট সো।

কোথা থেকে এল, কে পাঠাল... টাইগারের একটা উদ্ভট সেন্স অফ হিউমার ছিল।

প্রথম কবে রিয়েলাইজ় করেছিলেন যে আপনি স্টার? সেটা কি 'অপুর সংসার'-এর (১৯৫৯) পরে, নাকি যখন মুম্বই গেলেন তার পর...
শর্মিলা: 'অপুর সংসার-এর পরে নিশ্চয়ই আমার খুব নাম হয়েছিল। কিন্তু তারপরে তো আমি স্কুলে ফেরত গেলাম। পরের বছর স্কুলের ছুটির সময় মাণিকদা 'দেবী' করলেন। তখন আমার অতটা পপুলারিটির দিকে ঝোঁক ছিল না। মাণিকদার ছবি করার পর হাঁটাচলার ক্ষেত্রে অতটা সমস্যা ছিল না, কেউ অতটা রেকগনাইজ় করত না। 'কশ্মীর কি কলি'র পর (১৯৬৪) দেখলাম লোকে পথেঘাটে আমাকে চিনতে পারছেন। প্রথম অটোগ্রাফও ওই ছবির পরেই দিয়েছিলাম।



■ সুখী পরিবার: ছেলে-বৌমা, মেয়ে-জামাই ও নাতি-নাতনিদের সঙ্গে শর্মিলা।



■ 'নায়ক'-এর শুটিংয়ে উত্তমকুমার ও শর্মিলা। শর্মিলার চোখে যে ছবিটি এখনও কনটেমপোরারি

'আরাধনা' (১৯৬৯) সেই সময় বক্স অফিসে যা ব্যবসা করেছিল (সাত কোটি টাকা), সেটা এই সময় দাঁড়িয়ে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার মতো। ইন ফ্যাক্ট, সাউথ ইন্ডিয়াতেই ছবিটি চলেছিল ৫০ সপ্তাহ! যেখানে সাউথ তখন হিন্দি ভাষার ছবিকে ওখানে প্রায় ঢুকতেই দিত না! এখন যখন কোনও সিনেমা রিলিজ়ের দু' সপ্তাহের মধ্যেই সাকসেস পার্টি হয়...
শর্মিলা: (বিতর্কের গন্ধ পেয়েই হয়তো বলে উঠলেন) আমাদের দেশটা তো খুব বড়। বিভিন্ন ছবি বিভিন্ন জায়গায় ভাল পারফর্ম করে। কিন্তু 'আরাধনা' সারা দেশেই খুব ভাল চলেছিল। তবে সম্প্রতি 'নায়ক' ও 'আরাধনা', দুটো ছবিই বড় পরদায় দেখার পর যেটা আরও বেশি করে মনে হল, তা হল 'নায়ক' এখনও কনটেমপোরারি, 'আরাধনা' ইজ় নট সো। কিন্তু সবাই কাঁদছিল। তার মানে ছবিটার মধ্যে একটা কিছু ব্যাপার আছে, একটা ইমোশনাল ব্যাপার... সেই জন্য 'আরাধনা' ইজ় স্টিল ভেরি পপুলার।

'পিকু', 'কুইন' বা 'কহানি'... এই ধরনের নারীকেন্দ্রিক ছবি যখন দেখেন, তখন কি মনে হয়, এই সময়ে আপনার নায়িকা হিসেবে কাজ করাটা খুব জরুরি ছিল?
শর্মিলা: নিশ্চয়ই। আমাদের তো শুধু বেচারির চরিত্রে অভিনয় করে, কেঁদে কেঁদেই সময় গেল... তবে 'নমকিন' ওয়াজ় আ গুড রোল,

‘মৌসম’, ‘আভিসকার’, ‘গৃহ প্রবেশ’ এগুলো বেশ ভাল ছিল। এছাড়া বেশিরভাগই ছিল ওই কান্নাকাটির ব্যাপার। সেগুলোই তখনকার প্রথা ছিল, লোকের ভাল লাগত ওসবই। কিন্তু এখন যেকরম ছবি হচ্ছে, যেমন ‘ক্রু’-এর মতো ছবি ... তিনজন মেয়েকে (তব্বু, করিনা, কৃতি) নিয়ে একটি ছবি, সেটা তখন কেউ ভাবতেই পারেনি। ‘পিকু’ (দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত) যেমন একটি মেয়ে হিসেবে তার বাবার দেখাশোনা করছে, সেটাও তখন ভাবনারই বাইরে ছিল।

ধরুন যদি করণ জোহর ও অনুরাগ কশ্যপ দু’জনে একসঙ্গে আপনাকে নিজের-নিজের ছবির জন্য অফার করেন, আপনি কাকে আগে ডেট দেবেন?
শর্মিলা: আমি আগে স্ক্রিপ্ট দেখব (হাসি)।

শেষ প্রশ্ন, এই যে আপনি গ্রেসফুলি ওল্ড হচ্ছেন... হেয়ার কালার করান না, বোটক্স করান না... অথচ এখনকার নায়িকার ২০-২২ বছর বয়স থেকেই এই কসমেটিক সার্জারির ট্র্যাপে ঢুকে পড়ছেন! তাঁদের কী বলবেন?
শর্মিলা: আমার তো মনে হয়, বোটক্স করে ‘ইউ আর লুকিং ইয়ং’ হয় না। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য হয়। বোটক্স করে কখনওই একজন ৭০ বছরের মানুষকে ৩০ বছর বয়সি করা যায় না। বোটক্স করারও একটা বয়স আছে। ৪০ বছর বা ৫০-এ গিয়ে হয়তো করালেন। কেউ-কেউ হয়তো খুব ভাল করে করেছেন, আবার কারও কারও ক্ষেত্রে সেটা খুব বাজে দিকে টার্ন নিয়েছে। অনেকের তো মুখটাই বদলে গিয়েছে। অনেকেরই নাক খারাপ হয়ে গেছে, ঠোঁটের শেপ বদলে গিয়েছে! দেখুন, এনি সার্জারি ইজ় আ রিস্ক। যদি করতে হয়, তাহলে খুব ভাল ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে, যাঁর খুব ভাল নাম আছে এবিষয়ে, ভাল পয়সা খরচ করে করা প্রয়োজন। সস্তায় এসব করার চেষ্টা না করাই ভাল। তবে আমার তো ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় না এসব করার কোনও দরকার আছে। কারণ স্কিনের একটা নিজস্ব ইলাসটিসিটি আছে, রিঙ্কলসগুলো বয়সের সঙ্গে আসে, তারও একটা আভিজাত্য থাকে, একটা পার্সোনালিটি থাকে। বেশি বয়সে এসব করতে গেলে তো ভয়ঙ্কর লাগতে শুরু করবে, আমার তাই মনে হয়। তুমি যদি সুন্দর থাকো, তা হলে কী দরকার? আরও একটু সুন্দর হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

‘ক্রু’-এর মতো ছবি ... তিনজন মেয়েকে (তব্বু, করিনা, কৃতি) নিয়ে একটি ছবি, সেটা তখন কেউ ভাবতেই পারেনি। ‘পিকু’ (দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত) যেমন একটি মেয়ে হিসেবে তার বাবার দেখাশোনা করছে...



শর্মিলা-ঋতুপর্ণার সম্পর্ক এখন ‘আপনি’ থেকে পৌঁছেছে ‘তুমি’তে
ফোটো: সোমনাথ রায়

সত্যিই তো, শর্মিলাকে যাঁরা একবার সামনে থেকে দেখবেন, তাঁদের মনে আর যাই হোক কসমেটিক সার্জারির পরিকল্পনা অন্তত কখনও আসবে না। তাঁকে দেখে কে বলবে, গত ডিসেম্বরে ৮০ বছরের জন্মদিন পালন করেছেন তিনি! এখানেই তো তিনি অনন্য। ‘পুরাতন’ হয়েও, চির নূতন।

কভার ড্রাইভ



ঘুমের দেশে মনোজ

দেশপ্রেমের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর। প্রজন্মান্তরে এই পরিচয়ের ভার বহন করে চললেও **মনোজকুমার**-এর বহুমুখী প্রতিভা ছিল অবিস্মরণীয়। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ ইন্ডাস্ট্রি। লিখছেন আসিফ সালাম

সাদা-কালো যুগ থেকে রঙিন যুগে হিন্দি ছবির উত্তরণের সময় ধারাবাহিকভাবে সাফল্য ধরে রেখেছিলেন একজন। দেশপ্রেমের ছবি তাঁর ট্রেডমার্ক হলেও, নানা ধারার ছবিতে বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছেন। সমালোচকদের প্রশংসা, বক্স অফিসে সাফল্য ও প্রায় বিতর্কহীন জীবন...এমন সোনায় বাঁধানো ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের অধিকারী ছিলেন মনোজকুমার। চূড়ান্ত সাফল্য পেয়েও কি একটু আন্ডাররেটেড তিনি? ফিরে দেখা যাক তাঁর জীবনের নানা দিক...

দেশভাগের স্মৃতি গড়ে তোলে 'ভারত' কুমারকে?

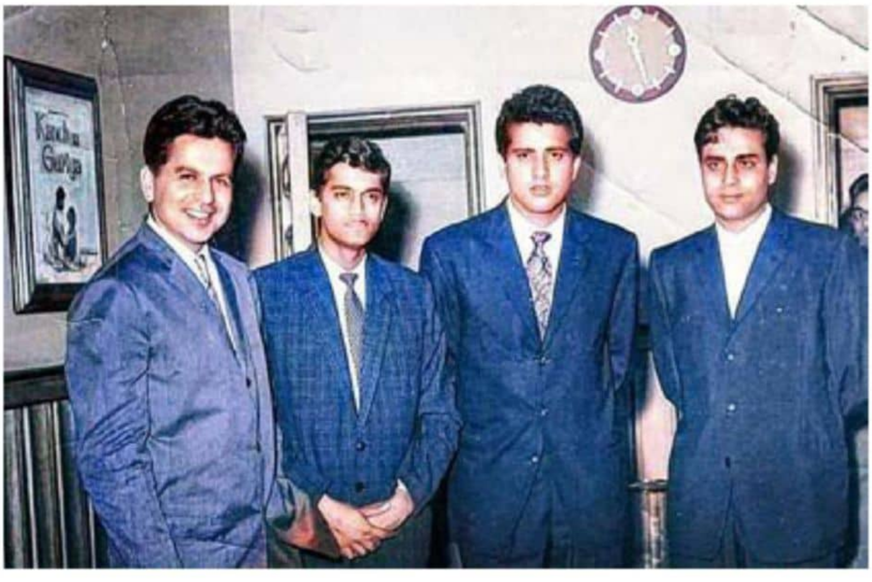
ছয়ের দশকে 'উপকার' ছবির আইকনিক গান 'মেরে দেশ কি ধরতি' প্রজন্মান্তরে মনোজকুমারের তারকা-সত্তা গড়ে দিলেও, দেশপ্রেমের ছবি হিসেবে তাঁর প্রথম কাজ 'শহীদ' (১৯৬৫)। ভগৎ সিংহের জীবন নিয়ে তৈরি সেই ছবিতে তরুণ বিপ্লবীর মুখ্য চরিত্র করেন মনোজকুমার। এর আগে স্কুলের নাটকে তিনি একবার 'ভগৎ সিংহ' হয়েছিলেন। কিন্তু বড়পর্দায় ভগৎ সিংহের চরিত্র করতে গিয়ে দিনরাত নাকি চরিত্রেই ডুবে থাকতেন মনোজ। কেরিয়ারের শুরুর দিকে কিন্তু দেশপ্রেমের ছবি তাঁর সিগনেচার ট্রেডমার্ক ছিল না মোটেও। কিন্তু ধীরে ধীরে, এই জঁরের ছবিতে অভূতপূর্ব সাফল্য তাঁকে মনোজকুমার থেকে 'ভারত' কুমারে রূপান্তরিত করে দেয়। কী ভাবে এমন অবলীলায় দেশপ্রেমের প্রতীক হয়ে উঠলেন তিনি? জাতীয়তাবাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার নেপথ্যে কি ভূমিকা ছিল তাঁর ছোটবেলার? মনোজকুমারের জন্ম বর্তমান পাকিস্তানের অ্যাবটাবাদে, ১৯৩৭ সালে। জন্মের সময় নাম ছিল হরিকৃষণ গিরি গোস্বামী। তাঁর যখন দশ বছর বয়স, তখন দেশভাগের কারণে তাঁর পরিবার চলে আসে দিল্লিতে। দিল্লিতে এসে রিফিউজি ক্যাম্পে থাকতেন মনোজ। প্রথম দু'বছর পড়াশোনাও করতে পারেননি। একাধিক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন দেশভাগের যন্ত্রণা। তাঁর দু'মাসের ভাইকেও তিনি দেশভাগের কারণে হারান। মনোজ পরে বলেছিলেন, "বাবার হাত ধরে ১৯৪৭-এর ১৫ অগস্ট দিল্লি আসি। লাল কেল্লায় ভারতের পতাকা উত্তোলিত হতে দেখি। ওই পতাকা সারাজীবন আমার মনে গেঁথে থেকেছে।" হয়তো সেই দেশভাগের যন্ত্রণাই পরবর্তীকালে তাঁর সিনেম্যাটিক সেনসিবিলিটিজ় গড়ে দিয়েছিল। হয়তো, সেই সূত্রেই দেশপ্রেমের সিনেমায় তিনি নিজেকে এত সাবলীলভাবে উপস্থাপিত করতে পারতেন। তাই বোধহয় ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৫ অবধি একাধিক ছবি সফল হলেও, মনোজকুমারের স্টারডম তৈরি হয় দেশপ্রেমের ছবি দিয়েই। 'শহীদ' শুধু বক্স অফিসেই সফল হয়নি, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর কাছ থেকেও প্রশংসা কুড়োয়। "উনি শিল্পীদের সম্মান করতেন খুব। 'শহীদ'-এর প্রিমিয়ারে উনি এসেছিলেন। সেদিন ছবি দেখে ওঁর চোখে জল দেখেছিলাম আমি," বলেছিলেন মনোজ। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের পর লাল বাহাদুর শাস্ত্রী চেয়েছিলেন, 'জয় জওয়ান জয় কিষাণ' স্লোগানের ভিত্তিতে ছবি তৈরি হোক। তাঁর অনুরোধেই মনোজকুমার তৈরি করেন 'উপকার'। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর দিল্লি থেকে ট্রেন ধরে মুম্বই ফিরছিলেন মনোজ। দিল্লি স্টেশনের পাশের একটি দোকান থেকে খাতা কিনে সারা রাত ধরে গল্প লেখেন। পরের দিন সকালের মধ্যে রেডি 'উপকার'এর স্ক্রিপ্ট! এটি ছিল পরিচালক হিসেবে তাঁর ডেবিউ। ছবিটি অল টাইম ব্লকবাস্টারের তকমা পায়, জাতীয় পুরস্কার পান মনোজ। দেশপ্রেমের ব্র্যান্ড তাঁকে শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও সাফল্য এনে দেয়। ১৯৭০-এর 'পূরব অউর পশ্চিম' ভারতের পাশাপাশি বিদেশেও চূড়ান্ত সফল হয়। ১৯৭১-এ লন্ডনে মুক্তি পাওয়ার পর প্রায় ৫০ সপ্তাহ চলেছিল ছবিটি! ১৯৯৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'হম আপকে হ্যায় কৌন' ২৩ বছর পরে 'পূরব অউর পশ্চিম'এর সাফল্যের রেকর্ড ভাঙে লন্ডনে। ১৯৭৪-এ 'রোটি কপড়া অউর মকান', ১৯৮১-তে 'ক্রান্তি'...অন্যধারার বাণিজ্যিক ছবিতে তুমুল সাফল্য এলেও দেশপ্রেমের ব্র্যান্ড কখনও ছেড়ে যাননি মনোজকুমার।

ধূমপানে না, ছুঁতেন না নায়িকাদের!

শুধু বেছে-বেছে ছবি করাই নয়, 'ভারত' কুমার ব্র্যান্ডকে সযত্নে লালন করতেন মনোজকুমার। জনসমক্ষে ধূমপান করতেন না। পরের দিকের ছবিগুলিতে কোনও অভিনেত্রীকে পর্দায় ছুঁতেন অবধি না! 'উপকার'এ তাঁর চরিত্রের



■ স্ত্রী ও দুই ছেলের সঙ্গে মনোজ



■ কেরিয়ারের প্রথমদিকে একটি পার্টিতে দিলীপকুমার ও রাজেন্দ্রকুমারের সঙ্গে মনোজ

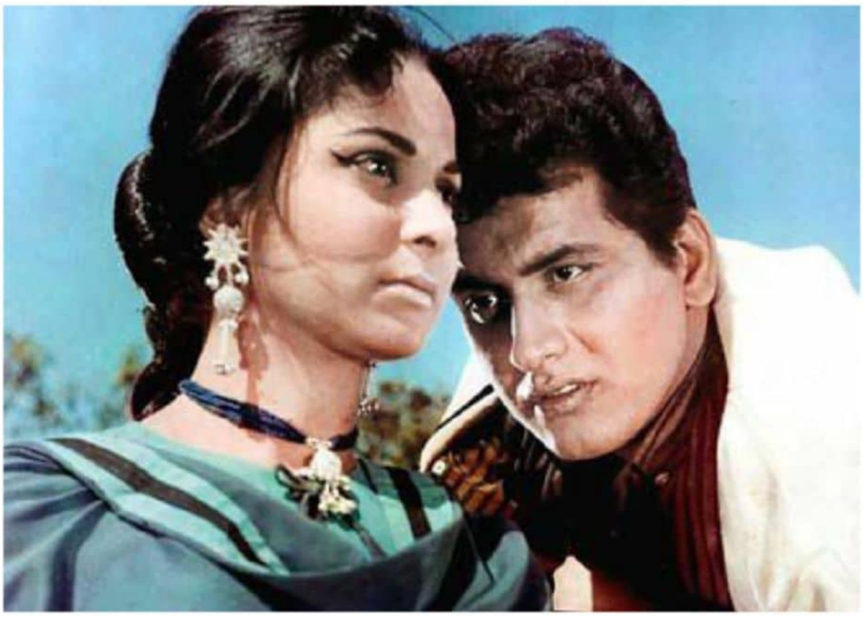
নাম ছিল ভারত। এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেছিলেন, "কোনও ভাল চরিত্রের নাম অভিনেতার সঙ্গে থেকে যায়। ভারত যেহেতু কৃষিপ্রধান দেশ, আর আমার সিনেমার নায়কও গ্রামে থাকে। তাই চরিত্রের নাম ভারত রাখার সিদ্ধান্ত নিই। আমাদের দেশের জনতা যদি জেনুইন ও ভাল কিছু দেখেন, তাকে ভালবাসায় ভরিয়ে দেন। আমি সাধারণ এক ছেলে ছিলাম, দর্শক আমাকে 'ভারত' বানিয়ে তুলেছেন। এই ইমেজ রক্ষা করার বড় দায়িত্ব রয়েছে আমার কাঁধে।" এই নামের ভার বইতেই তিনি নায়িকাকে বাহুডোরে নিয়ে গাছের পাশে নাচেননি, তেমনটাও বলেছিলেন অভিনেতা। এখানে উল্লেখযোগ্য, মনোজকুমারের 'উপকার' ছবিটি স্বাধীনতা দিবসে ছবি রিলিজ়ের ট্রেন্ড শুরু করে। হোলি, দীপাবলীতে ছবি আগেও মুক্তি পেত। কিন্তু স্বাধীনতা দিবসে মুক্তির ট্রেন্ড সেই শুরু...

বহুমুখী কেরিয়ার, পাশে দাঁড়ান রাজেশ-অমিতাভেরও

মনোজকুমারের প্রথম ছবি ১৯৫৭-তে, 'ফ্যাশন'। তবে সে ছবিতে নায়ক ছিলেন না তিনি। প্রথম নায়ক হিসেবে পর্দায় আসেন 'কাচ কি গুড়িয়া'-তে। কিন্তু জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করলেন 'হরিয়ালি অউর রাস্তা'র (১৯৬২) পর থেকে। এরপরে 'উয়ো কৌন থি' (১৯৬৪) তাঁর জীবনের অন্যতম মাইলফলক,

মনোজকুমারের 'উপকার' স্বাধীনতা দিবসে ছবি রিলিজ়ের ট্রেন্ড শুরু করে। হোলি, দীপাবলীতে ছবি আগেও মুক্তি পেত। কিন্তু স্বাধীনতা দিবসে মুক্তির ট্রেন্ড এই ছবি দিয়েই শুরু হয়

নিজেই সে কথা স্বীকার করতেন তিনি। "১৯৫৬ সালে বম্বে আসি। পরের বছর একটি ছবির অফার পাই, 'ফ্যাশন'। নব্বই বছরের এক ভিখারির চরিত্র করি। প্রথম সফল ছবি 'হরিয়ালি অউর রাস্তা'। পরিচালক বিজয় ভট্ট ১১ হাজার টাকা দিয়ে সই করান ছবিতে। তার আগেই শশীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। আমার প্রথম সিলভার জুবিলি ফিল্ম ছিল ওটি," এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন মনোজকুমার।



ওয়াহিদা রহমানের সঙ্গে



নন্দার সঙ্গে তাঁর জুটি বেশ জনপ্রিয় ছিল

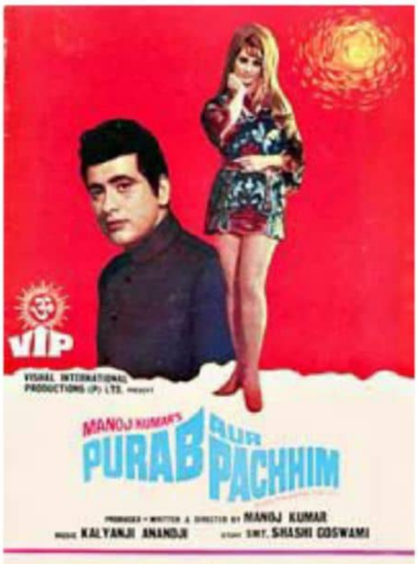


'রোটি কপড়া অউর মকান' ছবিতে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে



■ 'পুকার' ছবির দৃশ্যে মনোজ

থ্রিলার থেকে সামাজিক ছবি... সবেতেই সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। আর সে সময়ে অন্যতম ধারাবাহিকভাবে সফল অভিনেতা ছিলেন তিনি। ১৯৬৫-র পর একদিকে যখন দেশপ্রেমের ছবি করছেন, তেমনই অন্যদিকে সাফল্য আসছিল 'হিমালয় কি গোদ মেঁ', 'গুমনাম', 'দো বদন', 'সাওয়ন কি ঘটা', 'পত্থর কে সনম', 'নীল কমল', 'আদমি', 'বেইমান'-এর হাত ধরে। সাতের দশকের মাঝামাঝি মাল্টিস্টারার 'রোটি কপড়া অউর মকান' ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছবি তাঁর কেরিয়ারের। শশী কপূর, অমিতাভ বচ্চন, জ়িনত আমন, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের মতো একঝাঁক তারকার সঙ্গে কাজ করেন মনোজ। আবার তিনিই ছিলেন ছবির পরিচালক।



■ তাঁর অন্যতম হিট ছবি 'পূরব অউর পশ্চিম'

মনোজকুমারের মতো ধারাবাহিক স্টারডম খুব কম তারকাই বোধহয় ধরে রাখতে পেরেছিলেন। ছয়ের দশকের শেষে রাজেশ খন্নার উত্থান বা সাতের দশক জুড়ে অমিতাভ বচ্চনের অ্যাংরি ইয়ং ম্যান ইমেজের দাপট...এসবের মাঝেও দিব্যি নিজের জায়গা ধরে রেখেছিলেন মনোজকুমার।

পরপর 'সন্ন্যাসী', 'দশ নম্বরী' হিট। ১৯৮১-তে 'ক্রান্তি'র পর খানিকটা হলেও কেরিয়ারগ্রাফ পড়তে শুরু করে তাঁর। তবে মনোজকুমারের মতো ধারাবাহিক স্টারডম খুব কম তারকাই বোধহয় ধরে রাখতে পেরেছিলেন। ছয়ের দশকের শেষে রাজেশ খন্নার উত্থান বা সাতের দশক জুড়ে অমিতাভ বচ্চনের অ্যাংরি ইয়ং ম্যান ইমেজের দাপট... এসবের মাঝেও দিব্যি নিজের জায়গা ধরে রেখেছিলেন মনোজকুমার। রাজেশ খন্নার কেরিয়ারের একদম প্রাথমিক পর্যায় থেকে মনোজ তাঁকে দেখেন। 'উপকার'এ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র প্রথমে রাজেশ খন্নার করার কথা ছিল। রাজেশ খন্না তখন নতুন, কিন্তু মনোজের বেশ পছন্দ হয় তাঁকে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "রাজেশ খন্নাকে বেশ ভাল লেগেছিল। ওঁর কণ্ঠস্বর ভাল, স্টেজে অভিনয়ের অভিজ্ঞতাও ছিল। আমি তখন 'উপকার' বানাচ্ছিলাম। সে সময়ে আট-দশজন প্রযোজক রাজেশকে তাঁদের ছবিতে সই করেছিলেন। 'উপকার'এর জন্য ৩-৪ মাস রাজেশ আমার বাড়িতে যাতায়াত করেন। পরিবারের সদস্যের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। 'মেরে দেশ কি ধরতি'র রেকর্ডিংয়ের দিনও উনি সারাদিন স্টুডিয়োতে ছিলেন। তার পরের দিন দেখি ভোরবেলা অসম্ভব রেগেমেগে স্টুডিয়োতে এসে প্রযোজকদের গালি দিতে শুরু করলেন। পরে জানতে পারি, প্রযোজকরা ওঁকে বলেছেন, তিনি ওঁদের সঙ্গে কনট্র্যাক্টে



■ রাজেশ খন্নার খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন মনোজ



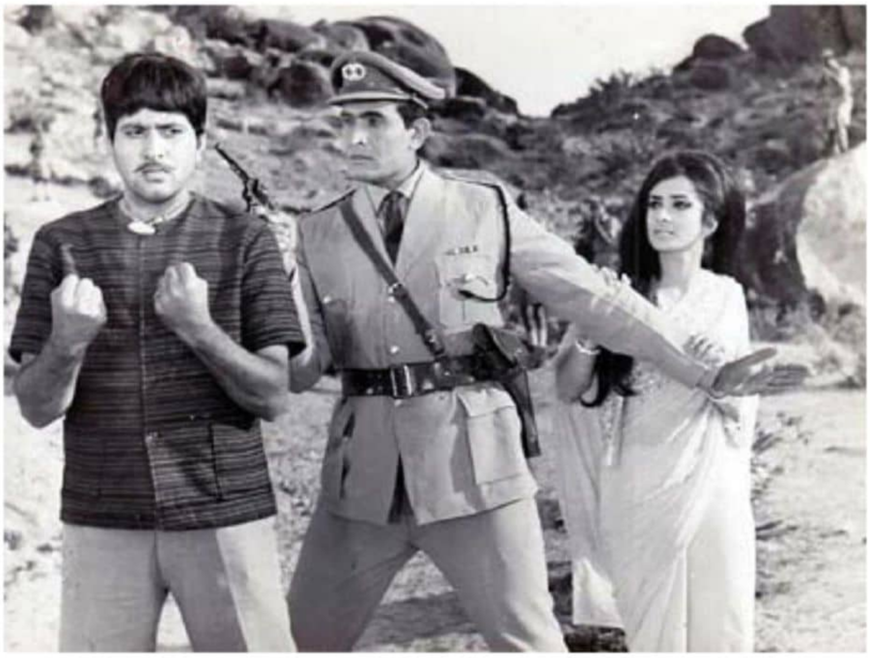
■ 'উও কৌন থি' ছবিতে হেলেন ও ইন্দিরা ভনসলের সঙ্গে

আছেন। তাই আমার ছবি করতে পারবেন না।" ভেঙে পড়া রাজেশকে বুঝিয়ে মনোজ বলেন, 'পরে নিশ্চয়ই আবার কাজ হবে।' অমিতাভ বচ্চনের কেরিয়ারেও অনেকটা অবদান ছিল মনোজকুমারের। একটা

সময়ে পরপর ফ্লপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন অমিতাভ। ‘সাত হিন্দুস্তানি’, ‘সংযোগ’, ‘পেয়ার কি কহানি’, ‘বনসি বিরজু’, ‘বন্ধে হাত’...অমিতাভের ফ্লপের তালিকা তখন আরও দীর্ঘ। এমনকি, তিনি নাকি মুম্বই ছেড়ে দেবেন ভেবেছিলেন! তবুও ‘রোটি কপড়া অউর মকান’-এ তাঁর উপরেই ভরসা রাখেন মনোজ। ১৯৭৪-এ সেই ছবি ব্লকবাস্টার হয়। মনোজ পরে বলেন, “লোকে তখন অমিতাভের ব্যর্থতা নিয়ে রসিকতা করছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, উনি একদিন খুব বড় তারকা হবেন।”

দিলীপকুমার ছিলেন প্রেরণা, একসঙ্গে রাঁধতেনও তাঁরা!

ছোটবেলায় মনোজকুমার দিলীপকুমারের অসম্ভব ভক্ত ছিলেন। অশোককুমার ও কামিনী কৌশলেরও ফ্যান ছিলেন তিনি। ১৯৪৯-এ দিলীপকুমারের ছবি ‘শবনম’ তাঁকে এতটাই অনুপ্রাণিত করে যে নিজের নামই বদলে ফেলেন। হরিকৃষণ গিরি গোস্বামী হয়ে ওঠেন মনোজকুমার। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, “ আসলে ‘শবনম’ ছবিতে দিলীপকুমার সাবের নাম ছিল মনোজ। তখন মনোজ নামটা একটু অন্যরকমের লেগেছিল। মনে মনে ঠিক করেছিলাম, অভিনেতা হলে নিজের নাম মনোজকুমার রাখব। ১২-১৩ বছর বয়সেই এমনটা ভেবে ফেলেছিলাম। আমার নামের জন্য তাই আমি নিজের ছোটবেলাকে কৃতিত্ব দেব।” শুধু অনুপ্রেরণা নন, পরবর্তীকালে দিলীপকুমারের সঙ্গে অসম্ভব ভাল সম্পর্ক তৈরি হয় মনোজকুমারের। সম্প্রতি সায়রা বানু মনোজের স্মৃতিচারণ করে বলেন, “মনোজকুমার ও তাঁর স্ত্রী শশী, আমার ও দিলীপসাবের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মনোজজি দিলীপসাবকে ‘রাজাসাব’ বলে ডাকতেন। ১৯৬৮-তে ‘আদমি’ তে ওঁরা একসঙ্গে কাজ করেন। সেই সূত্রেই ওই নামে ডাকা। ওঁরা আমাদের পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। উনি বা ওঁর স্ত্রী শশী যখন খুশি আমাদের বাড়ি আসতেন, কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রয়োজন হত না। দিলীপসাব ও মনোজসাব মিলে ওমলেট বানাতেন। দু’জনেই ডিম খেতে ভালবাসতেন। ওঁদের ওমলেটের স্পেশ্যাল রেসিপি ছিল। মনোজজি আবার স্পেশ্যাল আচার দিয়ে ওমলেট বানাতেন। ওঁরা একসঙ্গে খেতেন, রাঁধতেন আর সিনেমা নিয়ে গল্প করতেন। দু’জনে ঘুড়ি



সায়রা বানুর সঙ্গে ‘বলিদান’ ছবিতে

ছোটবেলায় মনোজকুমার দিলীপকুমারের অসম্ভব ভক্ত ছিলেন। দিলীপকুমারের ছবি ‘শবনম’ তাঁকে এতটাই অনুপ্রাণিত করে যে নিজের নামই বদলে ফেলেন তিনি। হরিকৃষণ গিরি গোস্বামী হন মনোজকুমার।



ইন্ডাস্ট্রিতে অমরনাথের সঙ্গে তাঁর অটুট সম্পর্ক ছিল

ওড়াতেও ভালবাসতেন। এমন বন্ধুত্ব এখনকার দিনে সত্যিই বিরল,” জানান সায়রা। মনোজকুমারের ‘ক্রান্তি’র জন্য তিনি দিলীপকুমারকে রাজি করাতে সোজা ওঁর বাড়িতে চলে আসেন। “দিলীপসাব তখন বিরতি নিয়েছিলেন ছবি থেকে। মনোজজি প্রায়ই বাড়িতে আসতেন, ওঁকে রাজি করাতে। শেষমেশ দিলীপসাব ছবিটা করেন,” বলেন সায়রা। জীবনের শেষ অধ্যায়ে, মনোজকুমার যখন অসুস্থ, তখনও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন সায়রা বানু। শুধু দিলীপকুমারই নন, সায়রা বানুর সঙ্গেও একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন মনোজকুমার। ১৯৬২-তে ‘শাদি’ তে প্রথম একসঙ্গে কাজ করেন তাঁরা। সায়রা বানুর বয়স তখন মাত্র ১৬। ‘উপকার’-এও সায়রা বানুকে চেয়েছিলেন মনোজ। কিন্তু সায়রা ডেট দিতে না পারায় আশা পারেখকে কাস্ট করেন তিনি। এরপরে ‘পূরব অউর পশ্চিম’-এ একসঙ্গে কাজ করেন তাঁরা। এই ছবির চরিত্র সায়রা বানুর কথা ভেবেই লিখেছিলেন তিনি। “দিলীপসাবকে এসে মনোজ বলেন, আমাকে যেন এই চরিত্র করতে অনুমতি দেন তিনি। কারণ, আমার কথা ভেবেই ওই চরিত্র লেখা। আমি না করলে ছবিটি নিয়ে আর এগোবেন না। দিলীপসাব হেসে বলেন যে আমাকে কখনওই উনি কোনও কিছুতে বাধা দেননি। ফলে এই ছবিটি করতেই পারি,” জানিয়েছিলেন সায়রা।

প্রথম দেখাতেই স্ত্রীর প্রেমে পড়েন মনোজ

দিল্লির হিন্দু কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেন মনোজ। সে সময়েই এক বন্ধুর বাড়ি ঘুরতে



■ 'শবনম' ছবিতে দিলীপকুমারের চরিত্রের নাম ছিল মনোজ। সেই থেকেই নিজের নাম বদলে মনোজ করেন

তখন তিনি বড় তারকা, স্বভাবতই একাধিক নায়িকার সঙ্গে তাঁর প্রেমের গুঞ্জন শোনা যেত। একটু হলেও স্ত্রী শশী সন্দেহ করেছিলেন তাঁকে। কিন্তু মনোজ নিজেই সে সব সন্দেহ দূর করে দেন।

গিয়ে শশী গোস্বামীর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। শোনা যায়, প্রথম দেখাতেই প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছিলেন মনোজ। চোখই সরছিল না সেদিন! এর পরের দেড় বছর তাঁরা মাঝে মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ করতেন। মনোজের পরিবারের এই প্রেমে সায় থাকলেও শশীর মা ও ভাই একেবারেই মেনে নেননি। শশীর বাড়ি ছিল মনোজকুমারের কলেজের খুব কাছে। দেখা সাক্ষাৎ যখন বন্ধ হওয়ার মুখে, তখন মনোজ কলেজের ছাদে চলে যেতেন। আর শশী যেতেন তাঁর বাড়ির ছাদে। এভাবে দেখা করতেন তাঁরা। বিয়ের পর ভাগ্য বদলে যায় মনোজের। বিয়ের পরই 'হরিয়ালি অউর রাস্তা' সুপারহিট হয়, তারকা হয়ে যান মনোজ। মনোজ ছিলেন পুরোদস্তুর ভদ্রলোক। সকাল দশটায় সেটে যেতেন, সন্ধে ছ'টায় প্যাক আপ। তারপর বাকি সময়টা পরিবার ও স্ত্রীকে দিতেন। এই রুটিন পুরো কেরিয়ারেই মেনটেন করে এসেছেন মনোজ। পরে জানিয়েছিলেন, তাঁর সুখী দাম্পত্যের রহস্য এটাই! তবে শুরুর দিকে একটু হলেও ঝড়ঝাপটা সামলাতে হয়েছিল মনোজকে। তখন তিনি বড় তারকা, স্বভাবতই একাধিক নায়িকার সঙ্গে তাঁর প্রেমের গুঞ্জন শোনা যেত। তাই, একটু হলেও স্ত্রী শশী সন্দেহ করেছিলেন তাঁকে। কিন্তু মনোজ নিজেই সে সব সন্দেহ দূর করে দেন।



■ বাড়ির বেডরুমে এই জায়গাতে বসেই কাজ করতেন মনোজকুমার

শশী পরে বলেন, "উনি বলতেন, শুটিং সেটে যাওয়া ওঁর কাছে মন্দিরে যাওয়ার মতো। মন্দিরে কী করবেন আর কী করবেন না, তাও নির্দিষ্ট থাকে।" তাঁদের দুই পুত্র কুণাল ও বিশাল গোস্বামী। কুণাল ফিল্মে এলেও খুবই স্বল্পদৈর্ঘের কেরিয়ার ছিল তাঁর। তারপরে তিনি ব্যবসায় মন দেন। বিশাল একটি ছবি প্রযোজনা করলেও ফিল্মে স্থায়ী হননি।

ক্ষমা করতে পারেননি শাহরুখকে?

প্রায় বিতর্কহীন জীবনে একবার রীতিমতো রেগে গিয়েছিলেন মনোজকুমার। ২০০৭-এ 'ওম শান্তি ওম'এর একটি দৃশ্যে শাহরুখ খান মনোজকুমারের একটি বিশেষ ম্যানারিজ়মের নকল করেন। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখার ম্যানারিজ়মটি ছিল মনোজের ট্রেডমার্ক। কিন্তু যেভাবে ছবিতে ওই দৃশ্য দেখানো হয়, তা মোটেও ভালভাবে নেননি মনোজ। তিনি বলেন, হয় শাহরুখ ক্ষমা চাইবেন এবং ওই দৃশ্য ডিলিট করবেন। নয়তো তিনি মামলা করবেন। শাহরুখ ও ফরহা খানের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার মানহানির মামলাও করেন মনোজ। যদিও মনোজের উকিল জানান, শাহরুখ ইমেলে ক্ষমা চেয়েছিলেন। মনোজ তাঁকে ক্ষমা করেও দেন। কিন্তু জাপানে ছবিটি মুক্তির সময় ওই দৃশ্যটি বাদ দেওয়া হয়নি। তাতেই ক্ষিপ্ত হন তিনি। যদিও শাহরুখ খানের সঙ্গে কোনও ব্যক্তিগত বিরোধ নেই, তা আগেই জানিয়েছিলেন মনোজকুমার। কিন্তু নিজের আত্মসম্মানের সঙ্গে আপস করতে চাননি। ২০১৩ নাগাদ নিজেই ওই মামলা ফেরত নেন মনোজকুমার। তবে শোনা যায়, শেষ অবধি মন থেকে শাহরুখকে ক্ষমা করতে পারেননি মনোজ। বছরখানেক আগে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী তাঁর বাড়িতে যান। সেখানে 'পঠান'এর সাফল্য নিয়ে আলোচনা হতেই মনোজকুমার বলে ওঠেন, "ভুলে যাবেন না অজয় দেবগনের 'দৃশ্যম ২'ও খুব সফল হয়েছে।" প্রসঙ্গত অজয়ের বাবা স্টান্ট মাস্টার বীরু দেবগনকেও প্রথম কাজের সুযোগ দেন মনোজই। তবে শাহরুখের প্রসঙ্গ উঠতেই তাঁর এমন মন্তব্যের ফলে অনেকের মনে হয় পুরনো তিক্ততা ভুলতে পারেননি তিনি।

সিনেমা জগৎ মনোজকুমারের মতো দেশপ্রেমী ও প্রতিভাবান অভিনেতা এবং চিত্র পরিচালককে হারিয়ে আজ যেন নিঃস্ব হল। আমাদের আশা, তিনি তাঁর কাজের মধ্যে দিয়েই আমাদের মধ্যে চিরকাল থেকে যাবেন।



আমার প্রিয় ভারত

ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম কাছের বন্ধু ছিলেন তিনি। তাঁকে পরিচালনা করারও সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই প্রিয় মানুষ মনোজকুমারের প্রয়াণে, তাঁর স্মৃতিচারণা করলেন **বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়**

সাদা কালোর যুগের সময় থেকে মনোজকুমারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। ভারতের বিখ্যাত অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক, স্ক্রিনপ্লে রাইটার... যাঁকে সারা দেশের মানুষ 'ভারত' কুমার বলে চেনেন। দেশপ্রেমের ছবি বেশি সংখ্যায় বানালেও, তার বাইরে উনি অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন। 'শিরডি কে সাঁইবাবা' বলে একটি ছবিতে আমি ওঁকে পরিচালনা করি। সাঁইবাবার জীবনের উপর নির্মিত ছবিগুলির মধ্যে ওটাই ছিল সেরা। ভি. শান্তারাম, গুরু দত্ত, ফিরোজ় খান, রাজ কপূরের মতো অভিনেতা-পরিচালকদের সারিতে মনোজকুমারও থাকবেন। ওঁর মৃত্যুতে বলিউড ইন্ডাস্ট্রি ক্ষতিগ্রস্ত হল বলে আমি মনে করি। দেশপ্রেমের উপর যাঁরা ছবি বানিয়েছেন, তাঁদের কাছে মনোজকুমার অত্যন্ত মূল্যবান। ভারতীয় ছবি যতদিন থাকবে, ততদিন ওঁর নাম অমর হয়ে থাকবে। 'শহীদ' বলে একটি ছবি করেন, তাতে উনি ভগৎ সিংহের চরিত্র করেছিলেন। ছবিটি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ওই ছবিতেই 'রং দে বসন্তি চোলা' গানটি ছিল। এর বাইরে ওঁর ছবির দেশাত্মবোধক গানগুলি ভারত ও ভারতের বাইরের মানুষ এখনও শোনেন। আর একটি মাইলস্টোন ছবি হল 'ক্রান্তি'। অফবিট বিষয় নিয়ে 'শোর' বলে একটি ছবি দেখেছিলাম। উনি সব সময় দেশকে, সমাজকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ওঁর সঙ্গে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। শেষদিকে কয়েক মাস যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উনি কথাবার্তাও তখন বিশেষ বলতে পারতেন



প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিংহের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন বিশ্বজিৎ ও মনোজকুমার



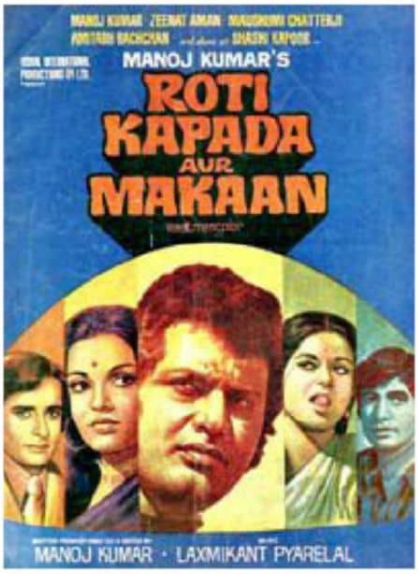
■ বিশ্বজিৎ অভিনীত 'বিশ সাল বাদ' ছবি ছিল মনোজকুমারের সবচেয়ে প্রিয়



■ মনোজকুমার অভিনীত অফ বিট ছবি 'শোর' ছিল বিশ্বজিতের প্রিয়

না। পরে জানলাম, উনি হাসপাতালে ভর্তি। আমি ওঁকে এমকে বলে ডাকতাম। আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ভাল ভাল ছবি পাঠাতেন। গান পাঠাতেন। আমাকে বলতেন, সাসপেন্স ছবিতে আমার জুড়ি মেলা ভার। 'বিশ সাল বাদ' ওঁর প্রিয় ছিল। আমিও বলতাম, ওঁর ছবির গান 'নয়না বরসে রিমঝিম' আমার প্রিয়। সিনেমা সংক্রান্ত কথাবার্তা হত বেশি। প্রচুর নতুন-নতুন আইডিয়ার কথা ভাগ করে নিতেন। খুব জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, পড়াশোনা করতেন। আমরা একসঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচও খেলেছি। বলরাম জ়াকর, মাধবরাও সিন্ধিয়ারা ছিলেন। বলিউড দলের অধিনায়ক ছিলেন মনোজকুমার। ফিরোজ় খান, সঞ্জয় খান, শশী কপূর, আমি, প্রেম চোপড়া ছিলাম। কপিল দেব, মোহিন্দর অমরনাথ কয়েক ওভার করে খেলে গিয়েছিলেন। মাধবরাও সিন্ধিয়া ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হন। রাষ্ট্রপতির হাত থেকে একসঙ্গে আমি, মনোজ পুরস্কার নিয়েছি। সে সময়ে দিল্লিতে একসঙ্গে থাকা, ঘোরাফেরা করেছি। আর একটা ঘটনা বলি। আমি, ধর্মেন্দ্র, মনোজকুমার বছর দুয়েকের ব্যবধানে বলিউডে আসি। ধর্মেন্দ্র স্ট্রাগল করছিলেন

আমরা একসঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচও খেলেছি। বলরাম জ়াকর, মাধবরাও সিন্ধিয়ারা ছিলেন। বলিউড দলের অধিনায়ক ছিলেন মনোজকুমার।



■ 'রোটি কপড়া অউর মকান' ও ছিল বিশ্বজিতের প্রিয়

তখন। কিন্তু কিছু কাজ না পেয়ে উনি পাঞ্জাব ফেরত যাওয়ার টিকিট কেটে ফেলেন। মনোজকুমার জানতে পেরে, ধর্মেন্দ্রকে থামান। বলেন, আরও কিছুদিন থাকতে। মনোজকুমারের কাছে ধর্মেন্দ্র থাকতে শুরু করেন, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও মনোজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। ধর্মেন্দ্র তারপর ছবিতে কাজ পায়। এখনও উনি মনোজকুমারকে শ্রদ্ধা করেন। মনোজকে কখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না। হি ওয়াজ় আ ভেরি ভেরি ডিয়ার ফ্রেন্ড।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: আসিফ সালাম



রাজার রাজা : মিঠুন চক্রবর্তী-অঞ্জন দত্ত

একজন অভিনয় জগতের লেজেন্ড। অপরজন অভিনয় করে থাকলেও, তাঁর প্রধান পরিচিতি গানের জন্য। এই প্রথমবার ক্যামেরার সামনে একসঙ্গে আসছেন তাঁরা, **মিঠুন চক্রবর্তী - অঞ্জন দত্ত**। ছবির নাম, 'শ্রীমান ভার্সাস শ্রীমতী'। মুখোমুখি হলেন আসিফ সালাম

প্র আপনাদের দু'জনের নামের পাশে কিংবদন্তি ট্যাগটা কিন্তু সর্বক্ষণের সঙ্গী। এই ট্যাগ বহন করে পারফর্ম করা কতটা কঠিন?

অঞ্জন: দেখুন, এরকম একটা ট্যাগ থাকলে দায়িত্ব বাড়ে ঠিকই। তবে তা নিজের কাছে। আমি তো আনন্দ পাওয়ার জন্য এই কাজটা করছি। গান বলুন, অভিনয় বলুন, কিংবা পরিচালনা, আমি স্রেফ নিজেকে খুশি রাখার জন্য এই পেশায় যুক্ত হয়েছি। তাই ছবি হিট না হলে কী হবে, এই সিনেমায় মিঠুন কেন আমার চেয়ে বেশি দৃশ্য নিয়ে চলে গেল... এরকম ভাবনা ভেবে সময় নষ্ট করি না।



মিঠুন চক্রবর্তী ও অঞ্জন দত্ত

ফোটো: শুভদীপ ধর

ফুড পার্টনার: ইলিশ ট্রুলি বং, পার্কস্ট্রিট

তবে এটাও সত্যি যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম মানুষ রয়েছেন।

মিঠুন: হ্যাঁ, এরকম অনেকেই আছেন। তবে আমি অঞ্জনের সঙ্গে একমত। আমরা প্রত্যেকেই দায়িত্ববান অভিনেতা। আমাদের উচিত কাজটা মন দিয়ে করা। পরিচালক যা চাইছেন, তা সততার সঙ্গে পালন করা। অন্য অভিনেতা কেন অমুক লাইনটা বললেন, আমাকে কেন ভাল সংলাপটা দেওয়া হল না... এসব ভাবি না। আমি তো জানি যে অঞ্জন অমুক লাইনটা বলবেন। আগে রাজি হলে, এখন অস্বীকার করব কেন? এ ধরনের অপেশাদারিত্ব ঠিক নয়।

প্র কেরিয়ারের যে পর্যায়ে আপনারা আছেন, সেখানে কোনও চরিত্রে নিজেরা কনভিন্সড না হলে নিশ্চয়ই করবেন না। এই ছবিতে কী ভাল লেগেছিল?

মিঠুন: একটি ডিভোর্স কেস ২৭ বছর ধরে চলছে। বিচারক কিছুতেই সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না, কারণ কেউ কারও উপর দোষ চাপাচ্ছেন না। মানে, ছবিতে আমার স্ত্রী আমাকে ডিভোর্স দিতে চান, কিন্তু কোনও অভিযোগ করছেন না আমার বিরুদ্ধে। আর স্ত্রী এত সুন্দরী যে, আমি ডিভোর্স দিতে চাইছি না। স্ত্রী চাইছেন আমি যেন ভাল থাকি, সে জন্যই ডিভোর্স দিতে চাইছেন। পারিবারিক সমস্যা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় ছবিতে যে, স্ত্রীর মনে হচ্ছে আমাকে ছেড়ে দিলে আমি ভাল থাকব। এই ভাল লাগা থেকেই ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত।

অঞ্জন: আমি রাজি হয়েছি দুটো কারণে। এক, মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে অভিনয় করতে পারব। এটা একটা বড় প্রাপ্তি। দ্বিতীয়ত, আমি নিজে হলিউডের ছবি দেখে বড় হলেও, পপুলার সিনেমায় বিশ্বাসী। নিজে সেভাবে পপুলার সিনেমায় সুযোগ পাইনি। সেই সুযোগ যখন এল, করে ফেললাম। দেখতে চাইলাম, লোকে কী বলেন।

মিঠুন: আমি তো ভীষণ ভাল বলব। ছবিতে কিন্তু দু'জনেই নায়ক। ভাববেন না, অঞ্জন দত্ত এখানে চরিত্রাভিনেতা। তিন মুখ্য চরিত্র এখানে কলেজের ভাল বন্ধু। সুন্দরী বান্ধবী আমাকে বিয়ে করে, অঞ্জনের চরিত্র বিদেশে চলে যায়। আমার ডিভোর্সের সময় ও চান্স নিতে চাইলেও, সেটা হয় না (হাসি)! এবং অঞ্জনের চরিত্রটি কিন্তু সমস্যা তৈরি করে না।

প্র বর্তমান প্রজন্ম তো বিয়ের উপর থেকে একপ্রকার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। এখনকার দিনে দ্রুত বিয়ে ভাঙছে। এটা কি বদলে যাওয়া জীবনযাত্রার কারণে?

অঞ্জন: আমি এভাবে বিশ্বাস করি না। ভালবাসা জেনুইন হলে ঝামেলা হবে, কিন্তু তা মিটিয়ে নিয়ে সম্পর্কে টিকে থাকতে হবে। কারণ মানুষটিকে একটা সময়ে ভালবেসেছি। কোনও ঝামেলা হলে, সেই ভালবাসা তো উবে যেতে পারে না! সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে দু'জনকেই দায়িত্বশীল হতে হবে। তবে যাদের সম্পর্ক ভাঙছে, তাদেরও দোষ দিচ্ছি না। হয়তো সত্যি এমন কিছু ফ্যাক্টরস আসে, যার ফলে দু'জনের একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না।

প্র এই প্রজন্মের কাছে ভালবাসার সংজ্ঞা কি বদলেছে?

অঞ্জন: বদলেছে কী (মিঠুনের উদ্দেশে)? আমার তো মনে হয় না। প্রেমের সংজ্ঞা কোনওদিনই বদলায় না। বন্ধুত্ব, প্রেম এগুলো বদলাতে পারে না। হ্যাঁ, তার প্রকাশভঙ্গি বদলাতে পারে। বিয়ের আগে



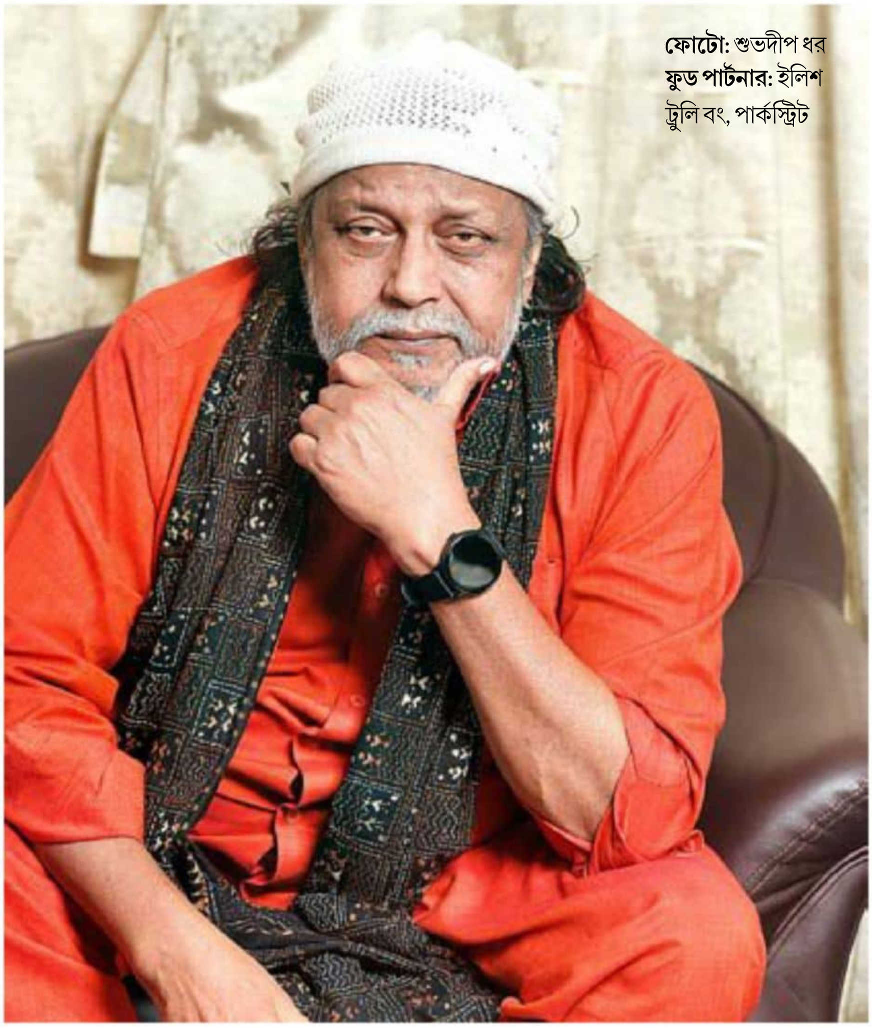
বাংলা ছবি 'শ্রীমান ভার্সাস শ্রীমতী'র শুটিং সেটে পরমব্রত, মধুমিতা, অঞ্জন, অঞ্জনা ও মিঠুন

গার্লফ্রেন্ডকে লুকিয়ে মিট করতাম, ফোনে কথা বলতাম। এখন কাপলরা অনেক সহজ সরলভাবে প্রকাশ্যে মেশে।

মিঠুন: ভালবাসা আমার কাছে একটা অবস্থা। ‘আই লভ ইউ’ বা ‘তোমার জন্য অত কিছু করব’ ...এ সব নয়। ভালবাসায় শ্রদ্ধা থাকা উচিত। শ্রদ্ধা না থাকলে, সেই ভালবাসা টিকবে না। শ্রদ্ধা না থাকলে যতই মুখে বলুক না কেন, ‘আমি তোমাকে ভালবাসি’, সম্পর্ক ভাঙতে সময় লাগবে না। অনেকেই বলেন, ডিভোর্স না করে লিভ টুগেদার করবেন। কেন করবেন? নিশ্চয়ই নিজেদের মনে কোথাও প্রশ্নচিহ্ন আছে! আমার কাছে এই লিভ টুগেদারের কনসেপ্টটা খুব বোকা-বোকা লাগে।

অঞ্জন: তার চেয়ে মনে হয়, ডিভোর্স করে দেওয়া বেটার।

মিঠুন: ঠিকই। লিভ টুগেদার মানে কী? এখন একসঙ্গে থাকছেন। কাল ভাল না লাগলে আলাদা হয়ে যাবেন। তার মানে, নিজেদের মনেই প্রশ্নচিহ্ন আছে। আমার ৫০ বছর হল বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাট আই হ্যাভ অলওয়েজ় বিন আ উইমেনস হিরো। প্রচুর মহিলা প্রেমে পড়েছেন। আমিও একাধিক মহিলার প্রেমে পড়েছি। কিন্তু নিজের জন্য একটা সীমারেখা বেঁধে দিয়েছিলাম, সেই রেখা কখনও পেরিয়ে যাইনি। আমার যখন পিক সময়, সেই সময়কার অধিকাংশ নায়িকাই আমার প্রেমে পড়েছিলেন। তবে এক হাতে তালি বাজে



■ আনন্দলোক-এর ক্যামেরায় ধরা দিলেন মিঠুন চক্রবর্তী



■ অঞ্জন দত্তের মতো মিঠুন চক্রবর্তীও অভিনয়ে ডেবিউ করেন মৃণাল সেনের হাত ধরে। ‘মৃগয়া’ ছবিতে

না, আমিও তাঁদের অনেকের সঙ্গেই প্রেম করেছি। কিন্তু যোগিতার (মিঠুনের স্ত্রী) মতো বৌ হয় না। ওকে ছেড়ে যাওয়ার কথা কখনও মাথাতেই আসেনি।

প্র: বাংলা ছবিতে এখন আর সেভাবে স্টার উঠে আসছে না। কী বলবেন?

মিঠুন: স্টার পড়ে যায়। নক্ষত্ররা পড়ে যায় না। অমিতাভ বচ্চন বা আমি এত বছর ধরে এই জায়গাটা ধরে রাখতে পেরেছি মানে আমরা নক্ষত্র বা কনস্টেলেশন। উই আর নো মোর স্টারস। স্টারডম তখনই আসবে, যখন আপনি মাস দর্শকের সঙ্গে কানেক্ট করবেন। রিকশাওয়ালা, ক্ষেতখামারে কাজ করা কৃষক... তাঁরা যদি ভাবেন আপনি ওঁদের মতোই, তা হলে আপনি স্টার। মাস কানেকশন থেকে ভালবাসা তৈরি হয়। এই মানুষগুলি স্টারদের মধ্যে নিজেকে দেখতে পান। সে কারণেই কিছু ছবিকে সমান্তরাল ছবি, কিছু ছবিকে বাণিজ্যিক ছবি বলি আমরা। আমার কাছে যদিও প্যারালাল সিনেমা বলে কিছু নেই। মৃণালদা (সেন) হোক, বুদ্ধদা (দাশগুপ্ত) হোক... সব ঘরানাতেই সাফল্য পেয়েছি। কিন্তু অনেক মানুষের যদি ভাল লাগে, মাস কানেকশন হয়, তাহলেই স্টারডম আসবে।

অঞ্জন: ট্যালেন্টই স্টার তৈরি করে। বর্তমানে সেই ট্যালেন্টের অভাব আছে বলে মনে হয়।

এখানে ভাল শিক্ষক, ভাল ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া মুশকিল। সব ক্ষেত্রেই প্রতিভা কমে যাচ্ছে এখানে। এটা শুধু বাংলায় নয়, সারা পৃথিবীতে ঘটছে। রবার্ট ডি নিরো, অপর্ণা সেন, অমিতাভ বচ্চন, মিঠুন চক্রবর্তী, শর্মিলা ঠাকুর... এঁরা নিজেদের জায়গাতেই আছেন। বিকজ় দে হ্যাভ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ট্যালেন্ট। সেই প্রতিভার কারণেই প্রযোজক তাঁদের উপর বিনিয়োগ করেছেন।

মিঠুন: খুব ভাল কথা বললেন দাদা। পিয়োর ট্যালেন্ট ভিতর থেকে আসে।

অঞ্জন: মিঠুনকে তো কেউ বলেনি, 'নাচলে তোমাকে টাকা দেব'। ও খুঁজে খুঁজে এমন ডান্স ফর্ম বার করেছে, যা ভারতে এর আগে কেউ করেনি। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ট্যালেন্ট তাঁদের ওই জায়গায় নিয়ে গিয়েছে।

প্র বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এখন রাজনীতির প্রভাব বেশি বলা হয়। আপনারা ব্যক্তিগত স্তরে কখনও সেটা উপলব্ধি করেছেন?

অঞ্জন: সারা পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ লোকেরা রাজনীতিতে আসেন। শুধু বাংলায় নয়, বলিউডেও হয়েছে। আমেরিকায় হয়েছে। বাংলায় আছি বলে হয়তো এ নিয়ে বেশি কথা বলছি।

মিঠুন: পলিটিক্স ইটসেলফ হ্যাজ় বিকাম সো লো ইন দ্য মার্কেট। রাজনীতি করা মানুষ শ্রদ্ধা হারাচ্ছেন। এত দুর্নীতির কারণে রাজনীতিকে আমরা এখন অন্য চোখে দেখি। আমার মনের ভিতরে একজন নিখাদ বাঙালি বাস করে। সে বাঙালির জন্য, বাংলার জন্য কিছু করতে চায়। অনেকে সেটাকে রাজনীতি বলে ভাবেন। দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থট। এর ভিতর অনেক কিছু আছে।

প্র অঞ্জনদার কোন গান শুনে মিঠুন চক্রবর্তীর নস্ট্যালজিক লাগে?

মিঠুন: আপনি আমাদের এই ছবিটার গান শুনবেন। আপনি বুঝতে পারবেন কী বলছি। অঞ্জনদার গান শুনেই বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও'।



কাজের অবসরে মমতাশঙ্কর এবং মৃণাল সেনের সঙ্গে অঞ্জন দত্ত



আনন্দলোক-এর শুটের জন্য অঞ্জন নিজেই বেছে নিলেন এই লোকেশন, পিছনে 'পথের পাঁচালী'র পোস্টার

ফোটো: শুভদীপ ধর
ফুড পার্টনার: ইলিশ
ট্রুলি বং, পার্কস্ট্রিট

অঞ্জন: হ্যাঁ, আমাদের এই ছবিতে 'রঞ্জনা ২.০ ভার্শন' রয়েছে।

প্র আর অঞ্জন দত্তের কাছে প্রশ্ন, মিঠুনের কোন ছবি দেখে আপনি সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়েছেন?

অঞ্জন: দুটো ছবি। অভিনেতা হিসেবে 'গুরু' দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আর 'মৃগয়া' দেখে মনে হয়েছিল একজন মানুষ কী করে এত রকমভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করেন। আর 'ডিস্কো ডান্সার' ভুলি কী করে?

প্র একে অপরের একটি করে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা ভাল লাগে?

মিঠুন: অঞ্জনদা খুব আনপ্রেডিক্টেবল। সব সময় ইমপ্রোভাইজ় করছেন। স্ক্রিপ্টের মধ্যেই ইমপ্রোভাইজ় করছেন। সেই অনুযায়ী, আমি নিজেকে বদলেছি।

অঞ্জন: ছবিতে মিঠুনকে খুব এফর্টলেস লাগে। একবার নাচছেন, তার পর সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছেন। ভাবতাম কী করে করেন। কাজ করতে গিয়ে বুঝলাম, পরিশ্রম করেছেন ঠিকই। কিন্তু এই বয়সে এসেও ওঁর কাজ দেখে বোঝা যায় না যে আদৌ উনি তার পিছনে খেটেছেন। মনে হয় উনি যেন ওই চরিত্রগুলো শরীরে নিয়েই জন্মেছেন।

জুম ইন

একটি শব্দ! দমন শুরু

মন্ত্রী একনাথ শিন্ডের সমালোচনা করায় স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান কুণাল কামরার বিরুদ্ধে নেমে পড়েছে বিজেপি। কাকে ভয় পাচ্ছে শাসক দল?

লিখেছেন **সায়ক বসু**

ঘটনাটির অভিঘাত এত তীব্র হয়েছে যে, কুণাল কামরা সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি ভাগ করে নিয়েছেন। সেই ছবির একেবারে নীচে লেখা রয়েছে, শেষ পর্যন্ত এই দেশের একজন শিল্পী কী করবেন! দু'টিই পথ খোলা থাকবে তাঁর জন্য। এক, অন্তরাত্মা বিক্রি করে টাকার গোলাম হয়ে থাকতে হবে। অথবা, নীরবে ক্ষয়ে যেতে হবে। একেবারে শেষ লেখা রয়েছে, এটা কোনও সাধারণ খেলা নয়। বরং এটি রাজনৈতিক অস্ত্র, কণ্ঠরোধের যন্ত্র।

জনপ্রিয় স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান কুণাল কামরার একটি শো প্রকাশ পেয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগে। সেখানে স্বভাবোচিত ভঙ্গিতেই দেশের শাসকদল থেকে শুরু করে অম্বানীদের সমালোচনা করছিলেন তিনি। যেমনটা করে থাকেন। সেখানে মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের সমালোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি কথা বলেন তিনি। একটি হিন্দি গানের প্যারোডি শোনান। সেখানে নাম না করে তিনি শিন্ডেকে গদ্দার বলেন। সেই নির্দিষ্ট লাইনটির বাংলা করলে দাঁড়ায়: 'আমার চোখ দিয়ে যদি তাকে দেখো, তবে গদ্দার মনে হবে।' অর্থাৎ, কুণাল নিজের দৃষ্টিভঙ্গির কথাই বলেছেন।

ব্যস আর যায় কোথায়... সঙ্গে সঙ্গে শিবসেনা এবং শিন্ডের সমর্থকরা এসে কুণাল যেখানে শো করেছিলেন, সেই জায়গাটি ভাঙচুর করেন এবং কুণালের নামে একাধিক মামলা হয়। বিজেপি নেতৃত্ব ঝাঁপিয়ে পড়ে শিন্ডের প্রতি বন্ধুত্ব দেখাতে! এবং হোটেলের ওই অংশটি 'বেআইনি' বলে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এমনিতেই কুণালের বাক্যবাণে বিদ্ধ ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থকরা মাঝে মাঝেই কুণালকে মেরে ফেলার হুমকি



কুণাল কামরা



■ মুম্বইয়ের সেই হোটেলে শিন্ডের সমর্থকদের ভাঙচুর



■ সেই হোটেলের বাইরে পুলিশ মোতায়েন ছিল

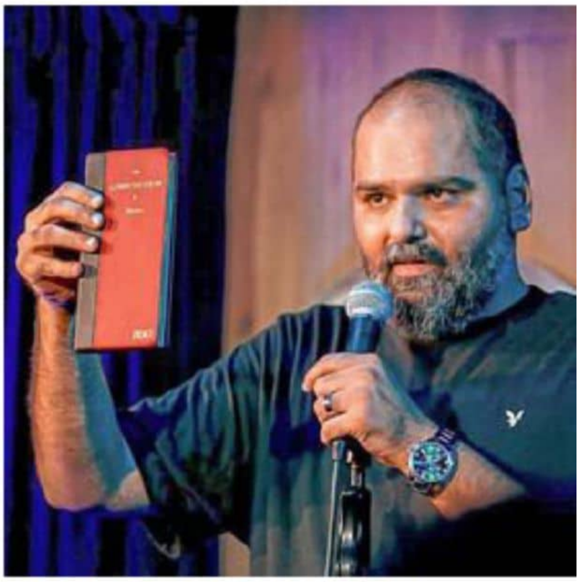
মুখে যতই 'গণতন্ত্র', 'বিপক্ষ স্বরের প্রতি সম্মান' নামক বাক্যবন্ধগুলো শোনা যাক না কেন, আদতে হচ্ছে সেই দমন পীড়নই। গৌরী লঙ্কেশের মতো মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল।

দেয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই সব পোস্ট নিয়ে কুণাল মজাও করেন। কিন্তু এবার যেন সব কিছু ছাপিয়ে গিয়েছে। কুণালের শো ক্যানসেল হচ্ছে। একটি বহুল প্রচারিত টিকিট বুকিং সাইট কুণালের শোয়ের টিকিট বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, যতই মুখে 'গণতন্ত্র', 'বিপক্ষ স্বরের প্রতি সম্মান' নামক বাক্যবন্ধগুলো শোনা যাক না কেন, আদতে দেশে হচ্ছে সেই দমন পীড়নই। গৌরী লঙ্কেশের মতো মানুষকে কয়েকবছর আগেও হত্যা করা হয়েছিল। এখন সরাসরি হত্যা না করে, ভয়ের পরিবেশটাকে একটু অন্যভাবে সঞ্চারিত করা হচ্ছে। কুণালকে অবশ্য শুধু একজন স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান বলা



■ একনাথ শিন্ডে

যায় না। কুণাল নিজে একজন রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিত্ব। তিনি রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো' যাত্রায় অংশও নিয়েছেন। ফলে তিনি যে মহারাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে বিজেপি, শিন্ডেদের সমালোচনায় বিঁধবেন, তাতে আশ্চর্য কী? মুশকিল হচ্ছে আসলে বিজেপির প্রতিবাদের ভাষায়। বাংলায় 'গদ্দার' শব্দটি বহুল প্রচলিত। এখানকার শাসকদলের অনেকেই বিরোধী দলনেতাকে এই শব্দে অবিহিত করে। পাল্টা বিরোধী দলনেতা একই শব্দ ব্যবহার করেন শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি। ফলে 'গদ্দার' নিয়ে এত ঝামেলায় কিছুটা অবাক লাগতেই পারে। আসলে সম্প্রতি শিন্ডেকে পাশ কাটিয়ে যেভাবে কুর্সিতে বসেছেন ফড়ণবীশ এবং তার পরে তাঁর ও বিজেপি নেতৃত্বের প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে যে ভাবে নিজের বীতরাগ প্রকাশ করে চলেছেন শিন্ডে, সেই 'ক্ষতে' মলম লাগাতেই হয়তো এমন সমবেত চিৎকার ও প্রতিবাদ। কুণাল বরাবরই কেন্দ্রের শীর্ষ নেতৃত্বকে নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করে থাকেন। এ বারের এই তথাকথিত বিতর্কিত শো-তেও তেমন করেছেন। অথচ বিজেপিকে তা নিয়ে বিশেষ বাক্যব্যয় করতে দেখা যায়নি। তাদের



■ দেশের সংবিধান হাতে নিয়ে কুণাল

যা কিছু রাগ, সব শিন্ডেকে 'অপমান' করা নিয়ে। এসব দেখেই মনে হয়, এই হইচই দলভঙ্গকারী একনাথকে তুষ্ট করতে নয়তো?

তবে ব্যাপার যাই হোক, বিজেপি যে এখন বিরোধী দলগুলোর চেয়েও বেশি এই ইউটিউবার এবং কৌতুকশিল্পীদের ভয় পাচ্ছে, তা তাদের আচরণেই প্রতিষ্ঠিত। তাই দাবড়ে, ধমকে বশংবদ করে রাখার পরিকল্পনা।

বাঙালি শাড়িতে বলি সুন্দরীরা

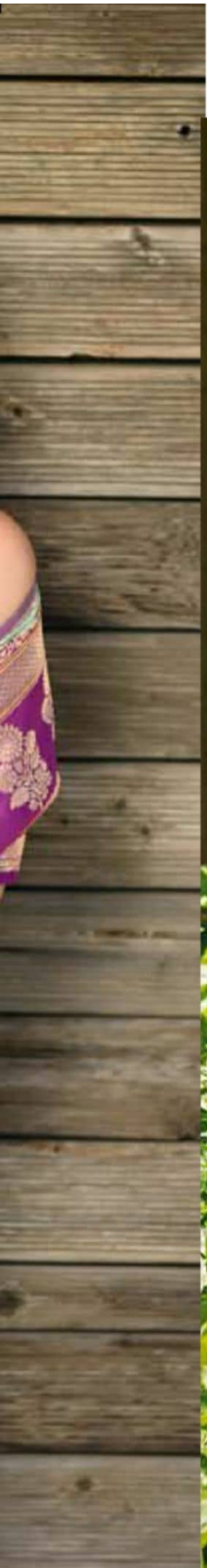
বিভিন্ন সময়ে আনন্দলোক-এর ফোটোশুটে আনন্দ শাড়িতে নিজেদের মেলে ধরেছেন বলি নায়িকারা। পয়লা বৈশাখের প্রাক্কালে রইল সেই ঝলক

প্রতি বছর আনন্দলোক পুজোবার্ষিকীর জন্য বলিউডের ডাকসাইটে সুন্দরীরা ধরা দেন আনন্দ শাড়ির শুটে। শুটের পর সকলের মুখেই দেখা যায় স্বস্তির হাসি কারণ খাঁটি বাঙালি সাজে তাঁরা সচারচর সাজার সুযোগ পান না। তবে প্রতিটি শুটেই বাঙালি সাজের মধ্যেই ফিউশনও ধরা পড়ে, যার জেরে শুটগুলো হয়ে ওঠে ইনোভেটিভ এবং ইউনিক। বাঙালি নববর্ষের ঠিক আগে এই ফোটোশুটের বাছাই করা ছবি রইল আপনাদের জন্য।



রশ্মিকা মন্দানা

সিলভারি জুয়েলরি তাঁর ভারি পছন্দের। তাই রশ্মিকার ইচ্ছে মতোই তাঁকে সাজানো হয়েছিল সিলভার জুয়েলরিতে। সঙ্গে ছিল সি-গ্রিন রঙের সফট্ বেনারসি। শাড়ির জমিতে মীনাকারি ডিজ়াইন, পাড়ে গাঢ় পার্পল এবং সোনালি কাজ। ব্লাউজ় হিসেবে পরলেন সি-গ্রিন বাস্টিয়ার





তাপসী পন্নু

ক্লোবাল্ট ব্লু ও গোল্ড জরির কাজ করা তাপসীর পরনের এই শাড়িটিতে রয়েছে মাল্টিকালার সুতোর কাজ। শিফন জর্জেটের শাড়িটির বুনন বেনারসে। শাড়িটি ক্ল্যাসিক্যাল ও পেজলি স্টাইলে ডিজ়াইন করা।



রকুল প্রীত

বাঙালি সাজে অনন্যা রকুল। তার পরনে রয়েছে মেরুন রঙের তসর বেনারসি। শাড়ির পাড় জুড়ে বালুচরি মোটিফের কাজ। বাঁধনি স্টাইলে বোনা আঁচলে রয়েছে নানা রঙের বাহার।





ভূমি পেডনেকর

ভূমির পরনে থাকা ইক্কত সিল্কের শাড়িটিতে রয়েছে চেকস জমি এবং জরির বুনটের ইক্কত পাড়ের মাঝে রয়েছে চওড়া হলুদ অংশ। যা শাড়িটিকে অনবদ্য করে তুলেছে।



পূজা হেগড়ে

শাড়ি তাঁর বরাবরই প্রিয়। তাই পূজার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল সোনালি-রুপোলি সুতোর ক্ল্যাসিক্যাল ‘জাল’ নকশায় পরিপূর্ণ সিল্ক জামদানি। শাড়ির আঁচল ও পাড়ে রয়েছে অনুজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ।



সানি লিওনি

লালচে গোলাপি কাতান শাড়িটির জমি জুড়ে রয়েছে আলপনা প্যাটার্নের সূক্ষ্ম বুননের মোটিফ। আঁচলে মাল্টি কালারড্ জরির সূক্ষ্ম ডিজ়াইন। শাড়িটিকে আরও জমকালো করেছে শরীর জুড়ে থাকা সোনালি জরির সাবেকি কাজ।



মনীষা কৈরালা

শাড়িতে মনীষা এক কথায় অনবদ্য। ফ্লোরাল মোটিফের তসর শাড়িটিতে রয়েছে কালো বর্ডার। সঙ্গে তিনি পরেছিলেন সোনালি জরির কাজ করা কালো ফুল স্লিভ ব্লাউজ়।





হুমা কুরেশি

হুমার সাবেক সাজে রয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া। জরি পাড়ের টুইল সিল্ক শাড়িতে রয়েছে রয়েছে মধ্য প্রাচ্যের ফুল,পাখি ও শো-পিসের ডিজ়াইন। গোটা শাড়িটি কালো ও মাস্টার্ডের সংমিশ্রণ। ব্লাউজ় হিসেবে রয়েছে মিরর ওয়র্কের জ্যাকেট ও বেল্ট।



শোভিতা ধুলিপালা

শোভিতার পরনে রয়েছে
ময়ূরকণ্ঠী নীল কাতান বেনারসি।
শাড়ির আঁচল ও জমিতে রয়েছে
সোনালি জরির চিরাচরিত
জাল ও ফ্লোরাল ডিজ়াইন।
আঁচলজুড়ে পেজলির কাজ।







নোরা ফতেহি

নোরার পরনে রয়েছে প্যারট গ্রিন রঙের স্যাটিন সিল্কের শাড়ি। শাড়ি জুড়ে রয়েছে ছোট-ছোট মুঘল বুটি। পাড়ে রয়েছে জরির কাজ এবং আঁচলে ফ্লোরাল মোটিফ।

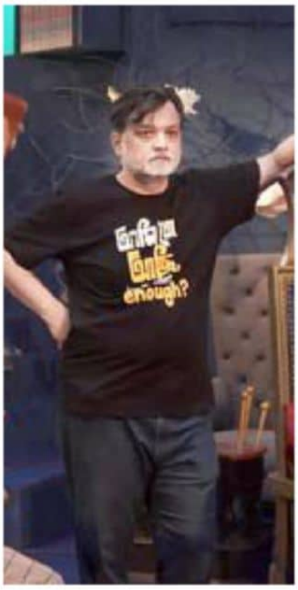
দিয়া মির্জ়া

দিয়া যেন শাড়িতে মোহময়ী। তাঁর পরনে রয়েছে সাদা-মাস্টার্ড কম্বিনেশনের ইক্কত। শাড়ির চওড়া পাড়জুড়ে রয়েছে শেভরন মোটিভ। এরকম সাবেক সাজ গয়না ছাড়া অসম্পূর্ণ। তাই তিনি পরেছিলেন ভারী টেম্পল জুয়েলরি।

পোশাক সৌজন্য
আনন্দ
কুইন্স ম্যানসন,
১৩ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২২৯ ২২৭৫/৪১৩৮
মোবাইল: ৯৬৭৪৩৯২২৭৫

শুটিং কো-অর্ডিনেশন: অংশুমিত্রা দত্ত ও আসিফ সালাম

কষ্টের স্মৃতি, নতুন সৃষ্টি এবং সিনেমা: কৌশানী এবং সৃজিত মুখোপাধ্যায়



প্রথমবার তাঁরা পর্দায় এলেন ‘কিলবিল সোসাইটি’ ছবির মাধ্যমে। পরিচালক-নায়িকা জুটি হিসেবে। তবে **সৃজিত** এবং **কৌশানী মুখোপাধ্যায়** স্বীকার করলেন কষ্টের স্মৃতিগুলোই নতুন সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে তাঁদের। তাঁদের দু’জনের কথা শুনলেন

অংশুমিত্রা দত্ত









■ 'উইঙ্কল-টুইঙ্কল'-এর সৃজিত এবং অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরা

ঝাঁপ দিলে কেমন হবে!

প্র আপনি সবসময় এমন অভিনেতাকে আপনার ছবির জন্য কাস্ট করেন, যাঁরা অভিনয়ের মাত্রাকে রেগুলেট করতে পারবেন। এরপর আপনি প্রয়োজনমতো সেটা ব্যবহার করেন। কৌশানীর কোন কাজ দেখে আপনার মনে হয়েছিল ওঁর মধ্যে সেই রেগুলেটরটা আছে?

সৃজিত: ওর জীবনে দু'জন খুব গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ আছেন। ওজি ও ময়দামুখো। ওজির কাজ 'আবার প্রলয়' আর ময়দামুখোর কাজ 'বহুরূপী'। সেই দুটো কাজ আমি দেখেছি। কিন্তু আমি বলব এই দুটোর কোনওটাই কৌশানীর দক্ষতাকে ৩০ শতাংশও কাজে লাগাতে পারেনি। সেটা হয়তো সৃজিত মুখোপাধ্যায় ছাড়া সম্ভব হত না। তবে ওই দুটো কাজে আমি কৌশানীর মধ্যে স্ফুলিঙ্গ দেখেছিলাম। সেটা দাবানল হয়ে ওঠার জন্য একটা 'কিলবিল সোসাইটি'র প্রয়োজন ছিল। ও এই দাবানলটা তৈরি করতে পারবে সেই বিশ্বাস আমার ছিল। তাছাড়া পূর্ণা আইচের মতো চরিত্রের যেমন প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল ভাল স্ক্রিপ্টের, আর প্রয়োজন ছিল অভিনয়ের খিদে। আর জীবনের সবচেয়ে কালো দিনগুলো থেকে কষ্টটা বের করার সাহস। আমার মনে হয়েছে এই সাহসটা ওর রয়েছে। যেদিন ওকে পূর্ণা আইচের স্ক্রিপ্টটা দিয়েছিলাম, সেদিনই বলেছিলাম, 'আমার হৃদয়ের একটা টুকরো তোকে দিচ্ছি, সুরক্ষিত রাখিস।' ও সেটা পেরেছে।



■ 'আবার প্রলয়'-এর সেটে ঋত্বিক চক্রবর্তী এবং কৌশানী

কৌশানী: আরও কিছু বলো! মন খুলে প্রশংসা করো!

সৃজিত: ওর বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে বা বিশেষ কোনও শব্দ বলার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমি অর্থটা অপরিবর্তিত রেখে স্ক্রিপ্টটা বদলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কৌশানীকে কোনও সংলাপ দিলে সেটা যথাযথ না হওয়া পর্যন্ত ও থামে না। এই জেদ বা মানসিকতাটা ওর রয়েছে। এটার জন্য ও অনেক দূর যাবে। ও নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং সহজে হাল ছাড়ে না।

কৌশানী: এই জায়গায় আমি তোমাকে একটু থামাতে চাই। পূর্ণার চরিত্রটা আমাকে যখন সৃজিতদা দেয়, তখন বুঝিয়ে দিয়েছিল এই চরিত্রটা ওর জন্য ঠিক কতটা স্পেশাল। প্রথম থেকেই চাপে ছিলাম। কারণ প্রসেনজিৎ থেকে ঋতুপর্ণা কাউকেই সৃজিত মুখোপাধ্যায় কথা শোনাতে ছাড়ে না। সেখানে আমি তো কোন ছাড়! আমি শুধু একটাই অনুরোধ করেছিলাম, ভুল কিছু করলে সকলের সামনে কিছু বলো না! এবার প্রথম ওয়ার্কশপের দিন আমি আর পরমদা সংলাপ পড়ছি। এক জায়গায় 'রইল ঝোলা চলল ভোলা' কথাটা আমাকে বলতে হবে। কিন্তু আমি কোনওভাবেই পারছিলাম না। অদ্ভুতভাবে আমার নিজেরই কানে লাগছিল! সৃজিতদা সেটা দেখে বলল, 'ছেড়ে দে। তুই বরং বলে দে টাটা বাই বাই'। এটা আমার খুব আত্মসম্মানে লেগেছিল। সেদিন থেকে আমি বাড়ি গিয়ে বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু এই সংলাপটাই বলে গিয়েছি।

সৃজিত: মানে সকালে গুড মর্নিং না বলে 'রইল ঝোলা চলল ভোলা' বলত।

কৌশানী: ওই দিন থেকেই যতবার বাথরুম যেতাম বড় আয়নাটার সামনে দাড়িয়ে শুধু ওটাই বলে গেছি। এরপর যে দিন শটটা ফাইনালি নেওয়া হল সেদিন একেবারে চমকে গিয়েছিল সৃজিতদা। ও তো অবাক হয়ে প্রশংসা করেছিল। আশা করি, দর্শকরাও প্রশংসা করবেন আমার।













■ নেমার

নেমারের সমস্যা

ফের বিতর্কে পড়লেন নেমার দ্য সিলভা স্যান্টোস জুনিয়র। ব্রাজ়িলের এক যৌনকর্মী নায়রা মাচাদো অভিযোগ করেছেন, নেমার নাকি তাঁর সঙ্গে উদ্দাম যৌনতায় মেতে উঠেছিলেন। এবং তার ফলে নাকি সেই যৌনকর্মী এখন সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছেন। ২১ বছর বয়সি নায়রার দাবি, একটি পার্টিতে নেমার এবং আরও এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে উদ্দাম এবং অবাধ যৌনতায় মেতে উঠেছিলেন। বিনিময়ে বিরাট অঙ্কের অর্থও পান তিনি। নেমার যদিও পুরো ঘটনাই অস্বীকার করেছেন। কিন্তু নায়রা অনড়। তিনি যে সন্তানসম্ভবা, সেই ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্টও প্রকাশ্যে এনেছেন। দাবি করেছেন, তাঁর গর্ভে নেমারেরই পুত্রসন্তান বেড়ে উঠছে।

জোকোভিচ-মেসি সাক্ষাৎ

রাজার খেলা দেখতে এলেন অন্য এক রাজা। টেনিস প্রতিযোগিতা মায়ামি ওপেনের সেমিফাইনালে গ্রিগর দিমিত্রিয়ভের বিরুদ্ধে খেলছিলেন নোভাক জোকোভিচ। সেখানে হঠাৎ ম্যাচ দেখতে সপরিবার হাজির লিওনেল মেসি। গোটা ম্যাচ শুধু উপভোগই করলেন না, ম্যাচে শেষে জোকোভিচের সঙ্গে দেখাও করলেন। সেখানে জোকোভিচ টি-শার্টে আর্জেন্টিনীয় কিংবদন্তির স্বাক্ষর নেন। জোকোভিচ জানিয়েছেন, ''গ্যালারিতে মেসির থাকা অসাধারণ প্রাপ্তি। ওর সামনে প্রথমবার খেলাও দারুণ গর্বের। আমি কৃতজ্ঞ, মেসি সপরিবার খেলা দেখতে আসায়।'' তবে জোকোভিচ জানিয়েছেন, এবার তাঁর পালা। মেসি যেন পরের বিশ্বকাপ খেলেন। তিনি ওঁর খেলা দেখতে গ্যালারিতে উপস্থিত থাকবেন।



■ মেসি - নোভাক জোকোভিচ



■ তামিম ইকবাল

ধন্যবাদ ম্যানেজারকে

খেলতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তামিম ইকবাল। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তামিম। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম করানো হয়েছিল। তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রে ব্লক পাওয়া গিয়েছিল। সেই কারণেই স্টেন্ট বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন চিকিৎসকেরা। অবশেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের ম্যানেজার ইয়াকুব চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানালেন তামিম। তামিম জানিয়েছেন, "সকলের প্রার্থনায় বাড়ি ফিরেছি। এই চার দিনে মনে হচ্ছে নতুন জীবন পেলাম। সকলে প্রচুর ভালবাসা দিয়েছেন। গোটা কেরিয়ার জুড়ে এই ভালবাসা পেয়েছি আমি। সেই ভালবাসা কত গভীর, তা এখন বুঝতে পারলাম। আমি আপ্লুত। আমি জানি না ইয়াকুব চৌধুরীকে কী ভাবে ধন্যবাদ জানাব। চিকিৎসকেরা আমাকে বলেছেন, সঠিক সময়ে সিপিআর দিয়ে ইয়াকুব ভাই আমাকে বাঁচিয়েছেন।"

মুম্বই ছেড়ে...

যশস্বী জয়সওয়াল কি বিতর্কিত একটি সিদ্ধান্ত নিলেন? ঘরোয়া ক্রিকেটে আর মুম্বইয়ের হয়ে খেলতে চান না তিনি। পরের মরসুম থেকে গোয়ায় যোগ দিতে চান। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার (এমসিএ) কাছে ‘নো অবজেকশন সার্টিফিকেট’ বা এনওসি চেয়েছেন তিনি। এমসিএ-র এক কর্তা বলেছেন, “আমাদের কাছে এনওসি চেয়েছে যশস্বী। কেন গোয়ায় যাচ্ছে, সে সম্পর্কে কিছুই জানাতে চায়নি।” ২৩ বছর বয়সি যশস্বীর কাছে এই সিদ্ধান্ত বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। কারণ গোয়া সবে নকআউট পর্বে উঠেছে। অতীতে অর্জুন তেন্ডুলকর এবং সিদ্ধেশ লাড মুম্বই ছেড়ে গোয়ার হয়ে খেলেছেন। সেই পথে হাঁটতে পারেন যশস্বীও। শোনা যাচ্ছে, অধিনায়ক আজিঙ্ক রাহানের সঙ্গে তুমুল ঝামেলাই এই সিদ্ধান্তের কারণ।



যশস্বী জয়সওয়াল



বল করার সময় ব্যাটারের মুখের ভাবভঙ্গি দেখতে থাকি

তিনি এমন একজন, যিনি আইপিএল-এ ডেবিউ থেকেই থেকেই কেকেআর-এ খেলছেন। রহস্য স্পিনার এবং বিধ্বংসী ব্যাটার **সুনীল নারিন** কথা বললেন **আসিফ সালামের** সঙ্গে

আপনাকে প্রথমেই যে প্রশ্নটা করব, সেটা আমার মনে হয় আপনার হাজার-হাজার অনুরাগীও করতে চায়। কেন উইকেট নেওয়ার পর কিংবা ব্যাট হাতে ছয় মারার পর, আপনার মুখে কোনও হাসি বা অভিব্যক্তি দেখা যায় না!
আসলে ছোটবেলা থেকেই বাবার শাসনে বড় হয়েছি। বাবা না থাকলে আমার ক্রিকেটেই আসা হত না। বাবা আমাকে বরাবর বলে এসেছেন, সাময়িক কোনও সাফল্য পেলে, সেই আবেগে ভেসে না যেতে। বরং নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রেখে পরের পর্বের জন্য প্রস্তুত হতে। সেই কথা মেনে, একটা উইকেট পাওয়ার পরেই আমার পুরো মন চলে যায় পরের বলটা কী করব, সেটা ভাবতে। তাই হয়তো কোনও উইকেট পাওয়ার পর বা ব্যাট হাতে সাফল্য পাওয়ার পর আমাকে সেলিব্রেট করতে দেখা যায় না।

আপনার বাবা নাকি সুনীল গাভাস্কারের ফ্যান ছিলেন, সেই থেকেই উনি আপনার নাম সুনীল রাখেন?
হ্যাঁ। বাবা সুনীল গাভাস্কারের অন্ধ ভক্ত। বাবা চাইতেন আমিও যেন গাভাস্কারস্যরের মতো কিছুটা হলেও ব্যাট করতে পারি। যদিও সেটা কখনও সম্ভব নয় বিকজ় হি ইজ় আ লেজেন্ড। পরবর্তীকালে ওঁর সঙ্গে যখন মাঠে দেখা হয়েছে, আমি এই কথাটা বলেছি।

আইপিএল-এ আমরা সচারচর দেখি প্রতি সিজ়নে খেলোয়াড়রা দলবদল করেন। কিন্তু বিরাট কোহলির মতো আপনিও আজ অবধি দলবদল করেননি। সেই প্রথম থেকেই কলকাতা নাইটা রাইডার্স-এই আছেন।
কেকেআর এখন আমার পরিবারের মতো হয়ে গিয়েছে। এই দলের মালিক দ্য গ্রেট শাহরুখ খান ইজ় লাইক মাই এল্ডার ব্রাদার। শাহরুখের জন্যই বলতে পারেন আমি এই দল ছেড়ে যাওয়ার কথা কখনও ভাবতে পারিনি। উনি সবসময় ফিজ়িক্যালি উপস্থিত না থাকলেও, প্লেয়ারদের যাবতীয় যা-যা প্রয়োজন, সবকিছুর খেয়াল রাখা হয়। তা ছাড়া টিম হেরে গেলেও শাহরুখ যেভাবে সকলের পাশে দাঁড়ান, উৎসাহ দেন, সেটার তুলনা হয় না। এত ভাল পরিবেশ যে আর অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছেই হয় না। এখনও মনে আছে, আইপিএল-এ প্রথমবার আমাকে যখন নেওয়া হয়, আমার নামের পাশে যে টাকার অঙ্কটা ছিল, সেটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম এই অ্যামাউন্টটা হয়তো এমনি-এমনি বলা হয়েছে, আদতে এত টাকা পাওয়া যাবে না!

এই যে আপনার নামের পাশে ‘রহস্য স্পিনার’ ট্যাগটা বসানো হয়। এখনকার দিনে প্রযুক্তি এত উন্নতমানের যে, সহজেই একজন বোলারের অ্যাকশন বিশ্লেষণ করা যায়, সেখানে আপনার রহস্য ধরে রাখা কতটা চ্যালেঞ্জিং?
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলবেন আর চ্যালেঞ্জ নেবেন না, তা তো হয় না! আমি ব্যক্তিগতভাবে টেস্ট ম্যাচ খেলতে খুব উপভোগ করি। তবে ২০১৩ সালে হ্যামিল্টনে নিউজ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচটাই ছিল আমার কেরিয়ারের শেষ টেস্ট। আর মনে হয় কখনও খেলতে পারব না। কেন পারব না, সেই সমস্ত বিশ্লেষণে যেতে চাই না। তবে আমার সেই শেষ টেস্টে আমি এক ইনিংসে ছয় উইকেট নিয়েছিলাম। আসলে টি-২০-তে

সবসময় চাপ থাকে যে এই হয়তো ব্যাটার আপনাকে আক্রমণ করবে। কিন্তু টেস্টে সেই ভয় থাকে না, তাই আরও আগ্রাসী বল করা যায়। এবার আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলি, আমার রহস্য ধরে রাখতে কী ফর্মুলা প্রয়োগ করি সেটা তো আপনাকে বলব না। তাহলে আর রহস্য থাকবে কী করে! কিন্তু এইটুকু বলব, আমি বল করার সময় সারাক্ষণ ব্যাটারের মুখের ভাবভঙ্গি দেখতে থাকি। তাতেই অনেককিছু পরিষ্কার হয়ে যায়।

শোনা যায় আপনার নাকি প্রথম থেকে ব্যাটিংয়ের শখ ছিল। বোলিংয়ে এলেন কীভাবে?

আমার কিন্তু এখনও ব্যাটিং-ই প্রিয়। ত্রিনিদাদে আমার এক স্থানীয় কোচ ছিলেন, যিনি আমাকে পেস এবং স্পিন বোলিং করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন।



শাহরুখের আন্তরিকতা মন ছুঁয়ে গিয়েছে নারিনের



ব্যাট হাতে বিধ্বংসী সুনীল নারিন

কিন্তু পরবর্তীকালে দেখলাম আমার সিম বোলিংকে কেউ-ই খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। ব্যাটাররাও খুব অনায়াসে খেলে দিচ্ছেন। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কেবল স্পিন বোলিং করব। যুব স্তরে, আমি ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো অনূর্ধ্ব-১৯ দলে একজন ব্যাটার হিসেবে জায়গা করে নিই, যে বোলিংও করতে পারে। সেই সময় একটা চারদিনের ম্যাচে আমি স্পিন বোলিং করে ১৪ উইকেট তুলে নিয়েছিলাম। তখন থেকেই আমি তথাকথিত ‘রহস্যময়’ স্পিনার হয়ে উঠি।

কেকেআর-এর হয়ে আপনাকে ব্যাটিং ওপেন করার সিদ্ধান্ত কার ছিল?

এর কৃতিত্ব পুরোপুরি গৌতম গম্ভীরকে দিতে চাই। উনি-ই প্রথম এই সিদ্ধান্ত নেন এবং আমাকে সাহস দেন। বলেন ওপেনিংয়ে গিয়ে একদম মন খুলে ব্যাট করতে, কোনও নির্দেশ আমার উপর ছিল না।

এবারের সিজ়নে আপনারা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। কতটা আশাবাদী টিম নিয়ে?

খুবই আশাবাদী। দলের ব্যালেন্স খুবই ভাল।

কেকেআর দলে আপনার সঙ্গে কোন খেলোয়াড়ের সবচেয়ে ক্লোজ় সম্পর্ক?

সকলের সঙ্গেই খুব ভাল সম্পর্ক। তবে আন্দ্রে রাসেল আমার খুব কাছের বন্ধু। আর রিঙ্কু সিংহ হল, আমাদের সেরা এন্টারটেনার।



১

২



বাইরে তাপপ্রবাহে নাজেহাল অবস্থা। কিন্তু তার মধ্যেও সেলেব্রিটিদের ব্যস্ততার শেষ নেই। আর তাঁদের সর্বক্ষণের সঙ্গী আনন্দলোক



৩


ASHOK DHANUKA & HIMANSHU DHANUKA PRESENT
AN ESKAY MOVIES FILM
RELEASING ON
18th APRIL 2025



১

২

৩

৪

৫



৬

৭





৮

৯



৬ অনেকদিন পর বাড়ি থেকে বেরোলেন আশা পারেখ

৭ নতুন সিরিজ় ‘ডিটেক্টিভ চারুলতা’র প্রচারে সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মল্লিকা মজুমদার

ছবিগুলো তুলেছেন
প্রবীর মিত্র: ৪, ৭
অনির্বাণ সাহা: ৩, ১১

৮ মুম্বইতে 'কেশরী ২-এর ট্রেলার লঞ্চে উপস্থিত করণ জোহর, আর মাধবন এবং অক্ষয়কুমার

৯ নিজের জন্মদিনে বার্থডে কেক হাতে পোজ় দিলেন দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায়

১০ অঙ্কুশের জন্মদিনে ঐন্দ্রিলা সেনের তরফ থেকে ছিল এই বিশেষ বার্থডে কেক

১১ 'পুরাতন'-এর মিউজ়িক লঞ্চে সুরকার জুটি সৌরেন্দ্র-সৌম্যজিতের সঙ্গে সেলফি ঋতুপর্ণার

১০



১১





শ্রদ্ধার সংযোজন

একতা কপূরের প্রযোজনায় কাজ করবেন শ্রদ্ধা কপূর। ‘স্ত্রী টু’র পর তাঁর জনপ্রিয়তা পৌঁছেছে তুঙ্গে। স্বজনপোষণ নয়,বলিপাড়ায় তিনি নিজ যোগ্যতায় সকলের প্রিয়পাত্র হয়েছেন। বর্তমানে শ্রদ্ধার হাতে রয়েছে একগুচ্ছ কাজ, যার মধ্যে অন্যতম ‘স্ত্রী থ্রি’। এছাড়াও আগামী দিনে আদিত্য রায় কপূরের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন শ্রদ্ধা। শোনা যাচ্ছে, বর্তমানে তিনি নাকি চরিত্র বাছাইয়ে অধিক মন দিয়েছেন। একতার প্রযোজনায় শ্রদ্ধার আগামী ছবির পরিচালক হিসেবে দেখা যাবে রাহি অনিল বার্ভেকে। বার্ভের রহস্য রোমাঞ্চে ভরা এই ছবির চিত্রনাট্য বেশ পছন্দ হয়েছে শ্রদ্ধার। আপাতত ছবির প্রি-প্রোডাকশনের কাজ চলছে। চলতি বছরের শেষে শুরু হবে ছবির শুটিং।

■ শ্রদ্ধা কপূর

ফিরলেন রাধিকা

মা হওয়ার পর প্রথম বার দেশে ফিরলেন রাধিকা আপ্টে। ২০১১ থেকে লন্ডনের বাসিন্দা তিনি। ব্রিটিশ সুরকার ও গায়ক বেনেডিক্ট টেলরকে বিয়ে করেছিলেন রাধিকা। বিয়ের প্রায় ১২ বছর পর মা হন। মা হওয়াটা তাঁর কাছে একপ্রকার বিস্ময়ের! এবার একরত্তি মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরলেন অভিনেত্রী। মুম্বই বিমানবন্দরে মা ও মেয়ের দেখা মিলেছে। কিন্তু একরত্তির মুখ ঢাকা। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশে ফেরার বেশ কিছু মুহূর্ত ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেত্রী। তিনি জানিয়েছেন, মূলত আমের মরশুম বলেই এই সময়ে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই বিশেষ মরসুমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান কন্যারও।

■ রাধিকা আপ্টে। কন্যার সঙ্গে



প্রযোজনায় রণবীর

অভিনেতা রণবীর এবার প্রযোজকের ভূমিকায়। হাতেখড়ি নিজের ছবি দিয়েই। জ়ম্বিদের উপর একটি ছবি বানানোর চিন্তাভাবনা করেছেন রণবীর সিংহ। সেই ছবির প্রযোজনা তিনি নিজেই করবেন। তাঁর প্রযোজনা সংস্থার নাম 'মা কসম ফিল্মস'। পরিচালনার দায়িত্বে জয় মেহেতা। ইতিমধ্যেই চিত্রনাট্য তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে অবশ্য আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর' ছবিটি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন রণবীর। অপর দিকে তাঁর হাতে রয়েছে 'ডন থ্রি'র মতো ছবিও। তবে জ়ম্বিদের গল্প নিয়ে যে ছবিটি বানানোর কথা তিনি ভেবেছেন, তা নিয়ে সমস্যা হতেই পারে। কারণ ওই একই বিষয়বস্তুর উপর আগামী দিনে ছবি বানাবেন ভূষণ কুমার।



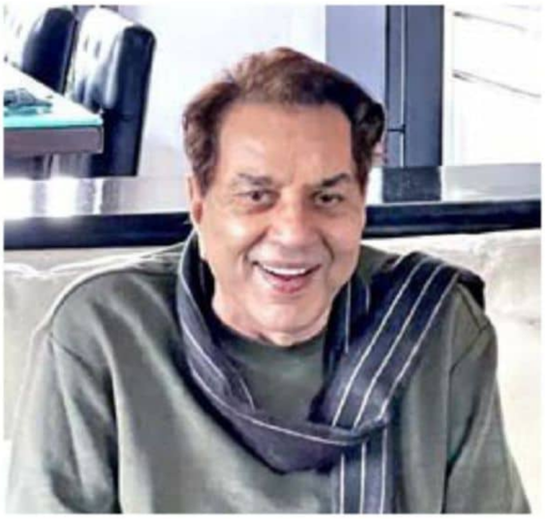
■ রণবীর সিংহ



■ কিরণ রাওসহ 'লাপাতা লেডিজ়'-এর তারকারা

গল্পে মিল

জোড়া অভিযোগ 'লাপতা লেডিজ়'-এর গল্পের বিরুদ্ধে। যে ছবি অস্কারের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে, তার গল্প মিলে যাচ্ছে একাধিক ছবির সঙ্গে? এই তালিকায় প্রথমেই রয়েছে ফ্যাব্রিস ব্র্যাক পরিচালিত 'দ্য বোরখা সিটি' ছবিটি। ২০১৯-এ মুক্তিপ্রাপ্ত এই শর্ট ফিল্মের একাধিক দৃশ্যর সঙ্গে নাকি সাদৃশ্য রয়েছে কিরণ রাওয়ের ছবির। এছাড়া মরাঠী পরিচালক অনন্ত মহাদেবন অভিযোগ তুলেছিলেন তাঁর ছবি 'ঘুঙ্গট কে পট খোল' (১৯৯৯)-এর সঙ্গে এর সাদৃশ্য নিয়েও। অনন্তর ছবিতে দেখানো হয়েছে বৌ বদলে যাওয়া, তাদের অন্য পরিবারে চলে যাওয়ার গল্প। কিরণ রাওয়ের ছবিতেও তাই। ফলে এই মিল নেহাতই কাকতালীয় নাকি ইচ্ছাকৃত, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জলঘোলা।

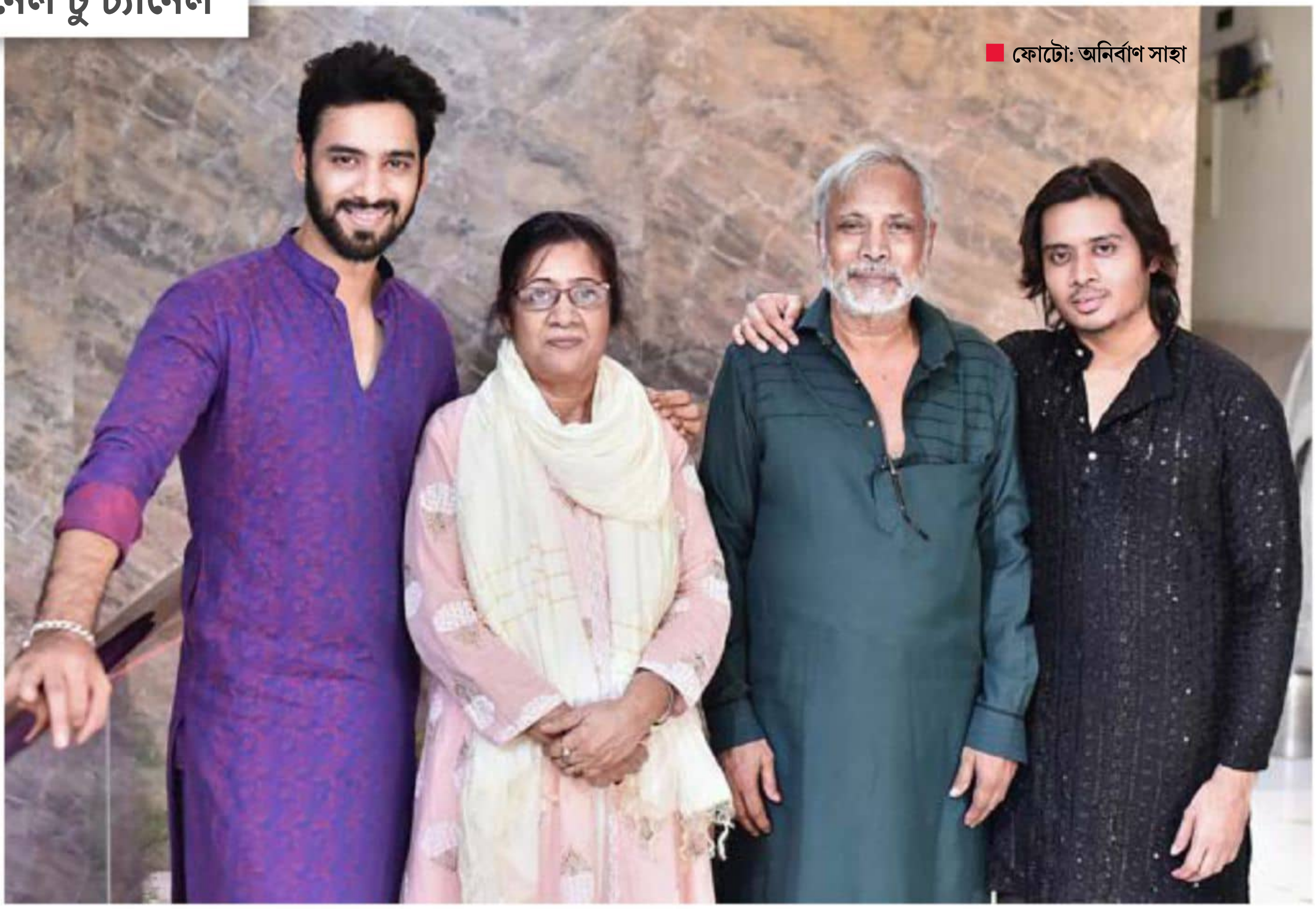


■ ধর্মেন্দ্র

একাই একশো

৮৯ বছর বয়সে চোখের অস্ত্রোপচার করালেন ধর্মেন্দ্র। কিছু দিন আগে তাঁকে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতাল চত্বরে দেখা গিয়েছিল। অভিনেতার ডান চোখে সমস্যা হচ্ছিল বেশ কয়েকদিন ধরেই। কর্নিয়া ট্রান্সপ্লান্টেশনের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। সেই মতোই চোখের অস্ত্রোপচার করালেন অভিনেতা। অস্ত্রোপচারের পর হাসপাতাল থেকেও বেরোলেন চোখে একটা মোটা ব্যান্ডেজ জড়িয়ে। তবে বয়স হলেও, কারও সাহায্য নেননি তিনি! হাসপাতালে একা এসে সব কিছু নিজেই করিয়েছেন। ধর্মেন্দ্রর মতে, "আমি এখনও বেশ শক্ত আছি। নিজের কাজ করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখি।"





■ ফোটো: অনির্বাণ সাহা

■ বাড়িতে বাবা, মা ও ভাইয়ের সঙ্গে রিজ়ওয়ান

রিজ়ওয়ানের ইদ পার্টি

কামালগাছি বাইপাসের উপর বিলাসবহুল বহুতলে ডুপ্লে ফ্ল্যাট কিনেছেন বাংলা টেলিভিশন জগতের জনপ্রিয় মুখ শেখ রিজ়ওয়ান রব্বানি। সেখানেই তিনি হোস্ট করলেন এক ঘরোয়া ইদ পার্টি। এর আগে রমজ়ান চলার সময়েও একাধিক ইফতার পার্টির আয়োজন করেছিলেন তিনি। এবার ইদে ইন্ডাস্ট্রির খুব কাছের কয়েকজন বন্ধু এবং তার সঙ্গে পরিবারের সকলকে নিয়ে এই পার্টি আয়োজন করেন রিজ়ওয়ান। গোটা পার্টি জুড়ে ছিল আন্তরিকতার ছোঁয়া। এবারের ইদে কেনা বেগুনি রংয়ের কুর্তা পায়জামা পরে পার্টিতে সকলকে অভ্যর্থনা জানান তিনি। পার্টির মেনু ছিল সিম্পল কিন্তু অত্যন্ত সুস্বাদু। নান, চিকেন চাপ এবং মটন বিরিয়ানি। শেষ পাতে মিষ্টি ও ফিরনি। তবে এইসব কিছুর মাঝেই রিজ়ওয়ান জানান, ‘‘আপাতত বেশ কয়েকটা ছবির কাজে ব্যস্ত আছি। একটা ছবি খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে, আমার বিপরীতে রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা সরকার। তাই আপাতত ছোটপর্দা থেকে বিরতি নিয়েছি।’’

আসলেই হিরো

রুবেল দাস এখন চরিত্রের প্রয়োজনে পর্দার হিরো। ‘নিম ফুলের মধু’ শেষ হওয়ার আগেই ‘তুই আমার হিরো’ ধারাবাহিকের প্রস্তাব পান তিনি। হিরো অবতারে পর্দায় নিজেকে মেলে ধরতে বিশেষ প্রস্তুতি অবশ্য নিতে পারেননি। কিন্তু ধারাবাহিকে তাঁর চরিত্রের ফিডব্যাক কেমন? শুটিংয়ের ব্যস্ততার মাঝে রুবেল জানালেন, “প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তো সত্যিই পাইনি। পরপর কাজ। তবে ‘ হিরো শাক্যজিৎ’-কে পর্দায় কতটা তুলে ধরতে পারছি, সেটা আপনারাই বলতে পারবেন। চেষ্টা করেছি আমার আগের চরিত্র ‘সৃজন’-এর চেয়ে একেবারে অন্যভাবে নিজেকে মেলে ধরতে। এমনিতে আমি আগে এরকম ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ চরিত্রে অভিনয় করিনি। আমার তো খুবই ভাল লাগছে। বাকি টিআরপি, প্রতিযোগিতায় খুব একটা বিশ্বাস করি না। আমার জন্য কাজটাই যথেষ্ট।”



■ শাক্যজিতের চরিত্রে রুবেল



■ মানসী সেনগুপ্ত, ছেলের সঙ্গে মানসী (ইনসেটে)

নতুন পদক্ষেপ

দ্বিতীয়বার মা হলেন অভিনেত্রী মানসী সেনগুপ্ত। ইচ্ছে, মায়ের পদবী হোক ছেলের। মানসীর কথায়, "বাবার পদবী তো মেয়ের সঙ্গে রয়েছে। তবে ছেলেরটা হবে সেনগুপ্তই।" কোনও নাম অবশ্য ঠিক করেননি। অভিনেত্রীর ইচ্ছে ছেলের নাম হোক 'অধ্যায়'। এর মধ্যে পরিকল্পনা করছেন কাজেও ফিরবেন। এখন তিনি ও একরত্তি, দু'জনেই একেবারে সুস্থ। যোগাযোগ করতেই জানালেন, "এখন বেশ ভাল আছি। মাঝে মধ্যেই বাইরে বেরোচ্ছি। এক মাসের মধ্যে কাজে ফেরার পরিকল্পনা রয়েছে। দেখছি ছেলে মাকে ছাড়া থাকতে পারছে কিনা। ইতিমধ্যেই ডায়েট মেনে খাওয়া-দাওয়া শুরু করে দিয়েছি। কালই একটা ফোটোশুট রয়েছে। দ্বিতীয়বার মা হলাম, তাই নতুন কিছুই নয় এসব"। তবে একই সঙ্গে মেয়ের খেয়ালও রাখছেন। মানসীর অভিযোগ, "ভাইকে চোখে হারাচ্ছে আমার মেয়ে। ভাইয়ের চোখে আলো পর্যন্ত আসতে দিচ্ছে না। কিন্তু আমি খেয়াল রাখছি, এর জন্য ওর পড়াশোনা বা শরীরের যেন কোনও ক্ষতি না হয়।"



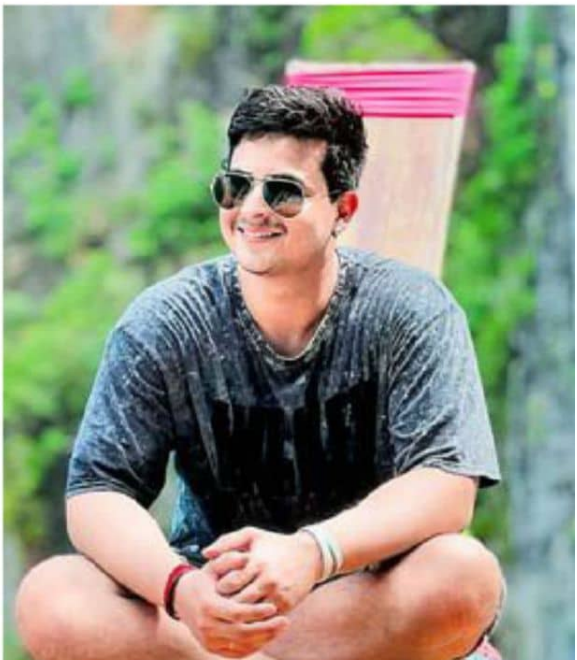
■ সপরিবার সুদীপ

বিয়ে নিয়ে মজা

কিছু দিন আগে অভিনেতা সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী পৃথা চক্রবর্তী সোশ্যাল মিডিয়া মারফত জানান, তাঁর এবং সুদীপের আইনত বিচ্ছেদ হয়েছে। কিন্তু তাঁরা ভাল বন্ধু হিসেবে একে অপরের পাশে থাকবেন। এই পোস্ট নিয়ে জল্পনা শুরু হতেই অভিনেতা একটি লাইভে জানান, নেহাতই মজা করে ওই পোস্ট করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোনও সমস্যা নেই। পৃথাও ওই একই কথা বলেন পরের একটি পোস্টে এবং মুছে ফেলেন পুরনো পোস্টটি। সম্পর্ক নিয়ে রসিকতা করার জন্য নানা কটু কথা শুনতে হয় পৃথাকে। সব শেষে অবশ্য সুদীপ জানিয়েছেন, সত্যিই তাঁদের বিচ্ছেদ হয়েছে। ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ্যে আনতে চাইনি। পৃথা আমার সন্তানদের মা, ওর প্রতি সম্মান থাকবে। শোনা গিয়েছে, সুদীপের কাছে মোটা টাকা খোরপোশ নেবেন পৃথা।

দিব্যজ্যোতির প্রস্তুতি

সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের আগামী ছবি 'লহ গৌরাঙ্গ'-তে ছোটপর্দার দিব্যজ্যোতি দত্ত রায়, এ কথা প্রকাশ্যে আসতেই দিব্যজ্যোতিকে ঘিরে অনুরাগীদের উন্মাদনার অন্ত নেই। কিন্তু গৌরাঙ্গর চরিত্র পর্দায় ফুটিয়ে তোলা সহজ কাজ নয়। এর জন্য নাকি বিশেষভাবে শরীরচর্চা করে ওজন কমাতে হয়েছে তাঁকে! আর কী কী প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি? দিব্যজ্যোতির কথায়, "শুধু শারীরিক প্রস্তুতি নয়, এরকম একটা চরিত্রর জন্য প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতিরও। তাই দু'ভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করছি।" কিন্তু এখন তো তিনি 'অনুরাগের ছোঁয়া'র সূর্য! ১৪ ঘণ্টার শিডিউল, কাজের চাপ... এসবের পর কীভাবে একই সঙ্গে বড়পর্দায় কাজ করা সম্ভব? দিব্যজ্যোতির কাছে অবশ্য এটা একেবারেই কঠিন নয়। যদিও এখনও শুটিং শুরু হয়নি। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস কোনও না কোনওভাবে দুটো দিকই সামলেই কাজ করবেন।



■ দিব্যজ্যোতি দত্ত রায়



সৌরভ দাস- দর্শনা বণিক

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ

কিছুদিন আগে মালদায় স্টেজ শো করতে যাওয়ার কথা ছিল সৌরভ দাস এবং দর্শনা বণিকের। সোশ্যাল মিডিয়া মারফত জানান, সেখানেই আর্থিক প্রতারণার শিকার হয়েছেন তাঁরা। সাধারণত এই ধরনের শো করতে যাওয়ার আগের দিন সম্পূর্ণ টাকা পেমেন্ট করে দেওয়া হয় আর্টিস্টদের। এক্ষেত্রে তাঁরা পুরো টাকা তো দূর, অনেকদিন আগে সামান্য কিছু টাকা অ্যাডভান্স পেয়েছিলেন। এরপর একাধিকবার ফোন করলেও ওই ইভেন্ট ম্যানেজারকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু কাজের প্রতি সম্মান রেখেই নির্দিষ্ট দিনে মালদার উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা। ট্রেনে উঠে জানতে পারেন, তাঁদের যে টিকিটটি পাঠানো হয়েছে সেটাও ভুয়ো! মালদায় নেমে অনুষ্ঠান মঞ্চে যাওয়ার জন্য কোনও গাড়িও নেই। ওই একই দিনে দর্শনার অন্য আর একটি জায়গায় শো ছিল। তাঁরা দর্শনাকে একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন। ওখানে গিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, পুরোটাই একটা মিথ্যে চক্র। তাঁদের নাম করে মার্কেট থেকে অনেক টাকা তুলেছে ওই ইভেন্ট ম্যানেজার কোম্পানি। সমস্ত বিষয়টি জানতে পেরে আর মঞ্চে ওঠেননি সৌরভ-দর্শনা।









আরিয়ান ভৌমিক, সিদ্ধান্ত দাস, ঋতুপর্ণা সেন ও শ্রিয়া বসু (উপর থেকে নিচে, বাঁদিক থেকে)

লজ্জাজনক ঘটনা

ঠাকুরপুকুর গাড়ি দুর্ঘটনায় একটি বিনোদনমূলক বাংলা চ্যানেলের ধারাবাহিকের পরিচালক সিদ্ধান্ত দাস ওরফে ভিক্টো গ্রেফতার হয়েছেন। অভিযোগ, মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে ছ'জনকে ধাক্কা মারেন তিনি। মৃত্যু হয় একজনের। খবরে প্রকাশ, গাড়িতে ওঠার আগে ভিক্টো, অভিনেতা আরিয়ান ভৌমিক, ঋতুপর্ণা সেন, স্যান্ডি সাহা ও চ্যানেলের কার্যকরী প্রযোজক শ্রিয়া বসু এক পানশালায় গিয়েছিলেন সারারাত পার্টি করতে। তারপর মদ্যপ অবস্থাতেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন ভিক্টো। প্রশ্ন উঠছে, ভিক্টো দাস ও শ্রিয়া বসুকে গ্রেফতার করা হলেও বাকিদের গ্রেফতার করা হল না কেন? ভাইরাল ভিডিয়ো অনুযায়ী, পুলিশের গাড়িতে ওঠার সময়েও বেসামাল ছিলেন শ্রিয়া। এহেন শ্রিয়া বসুকে পরেরদিন সকালেই জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি কাজেও ফিরেছেন। প্রশ্ন হল, বাকিরা মদ্যপ অবস্থায় গাড়িতে উঠলেও, দুর্ঘটনার সময় কোথায় ছিলেন? ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভ একটি গুরুতর অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও এতজন মত্ত অবস্থায় গাড়িতে উঠলেনই বা কেন? ঋতুপর্ণা ও স্যান্ডির দাবি, তাঁরা নাকি আগেই গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিলেন! কিন্তু তাঁরাও সমান দোষী, মত টলিউডের বড় অংশের। এই প্রসঙ্গে অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় জানান, ''এটাকে খুন-ই বলব। যার প্রাণটা গেল, তাঁকে নিয়ে কেউ চিন্তিত নই। আমি চাইব আমাদের ইন্ডাস্ট্রির প্রত্যেকে যেন সেই মানুষটার পরিবারের পাশে দাঁড়ায়। আর ভিক্টো তো অপরাধী, কিন্তু গাড়িতে যারা ছিল, তারাও সমান অপরাধী। তাদের কাছে যখন নেশা করার টাকা ছিল, ড্রাইভার রাখারও নিশ্চয়ই টাকা থাকবে।''
মৃতের পরিবারের তরফে অভিযোগ, তাঁদের নাকি থানায় ডেকে 'সেটেলমেন্ট' করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। জানানো হয়, গাড়ির ব্রেক ফেল হওয়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা। যদিও সিসিটিভি ফুটেজে গাড়ির ব্রেক ফেল হওয়ার কোনও প্রমাণ ধরা পড়েনি।



রাজকে ফোন কৌশানীর

'আরও আনন্দ' অ্যাপের খবর পড়ে কৌশানী মুখোপাধ্যায় জানতে পারলেন তিনি অভিনয় করছেন রাজ চক্রবর্তীর ছবিতে। এবং সেই উত্তেজনা সামলাতে না পেরে ভোরবেলাই ফোন করলেন রাজকে। রাজ কী বললেন, সেটা বলার আগে বলি আদতে কী ঘটেছে। আসলে 'আরও আনন্দ' অ্যাপে একটি ব্লগ প্রকাশিত হয়। শিরোনাম: 'দিওয়ার'-এর রিমেক জিৎ-দেব একত্রে। পরিচালক রাজ চক্রবর্তী।' সেই খবরেই প্রকাশিত হয়, এই ছবিটিতে জিতের বিপরীতে থাকছেন শুভশ্রী এবং দেবের বিপরীতে কৌশানী মুখোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য, খবরটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তে। ইন্ডাস্ট্রির সকলে নড়েচড়ে বসে এবং কৌশানীও উত্তেজনায় ফোন করে বসেন রাজকে। কিন্তু কৌশানীর মুখে 'দিওয়ার'-এর রিমেকের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়েন রাজ স্বয়ং! আসলে খবরে টুইস্ট যেটা ছিল, সেটা অনেকেরই চোখে পড়েনি। সেটি হল, পয়লা এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছিল ব্লগটি। এপ্রিল ফুলের দিন। ব্লগের পুরোটা না পড়ে কৌশানী এবং রাজও হয়ে গেলেন এপ্রিল ফুল!



■ কৌশানী। ইনসেটে রাজ



রূপম ইসলাম

ফিরছে একক

বাংলা ব্যান্ড ফসিলস-এর সদস্য ছাড়াও তাঁর গায়ক সত্তার ভিন্ন একটি দিক রয়েছে। সেটি হল তাঁর একক সত্তা। ২০১৩ সালের ২৫ জানুয়ারি, নিজের ৩৯তম জন্মদিনে মাত্র ৫০ জন শ্রোতা নিয়ে এক অন্তরঙ্গ সমাবেশ হিসেবে শুরু হওয়া 'একক' এখন শহর কলকাতার অন্যতম উল্লেখযোগ্য লাইভ কনসার্ট। রূপম ইসলামের এই অনুষ্ঠান তাঁর স্বকীয়তা এবং তীক্ষ্ণতায় মন জয় করেছে অগুনতি সঙ্গীতানুরাগীর। বহুদিন পর আবার একক আনতে চলেছেন রূপম এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবার হবে 'একক' সিরিজের ৬০তম আসর। এবং এই অবতারে বা বলা ভাল, ব্যতিক্রমী যাত্রার ১২ বছর পূরণ করে ফেললেন তিনি। আগামী ১৯ তারিখ এই 'খাস একক'-এ গান ছাড়া থাকবে রূপমের বই প্রকাশ অনুষ্ঠান। তাঁর গান সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ড, 'গান সমগ্র ২'। রূপম ইসলাম জানালেন, "৬০-তম একক অনেক অর্থেই বিশেষ। ১২ বছর মানে হল একটা যুগ। সেই দিক থেকে ১২ বছর ধরে মূলত অপরিচিত গান গাইবার বিকল্প মঞ্চ গড়ে তুলতে পেরেছি, যা ফসিলস-এর তুমুল জনপ্রিয়তার প্রতিস্পর্ধী। এটাকে সেলিব্রেট করতে আমি এমন কিছু পরিকল্পনা নিয়েছি যা সচরাচর 'একক'-এ দেখা যায় না। অন্যদিকে আমার যাবতীয় গান খণ্ডে খণ্ডে 'সমগ্র' করে করে প্রকাশ করছে আনন্দ পাবলিশার্স।

শৈলজারঞ্জন ১২৫

বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, রবীন্দ্র সংগীত প্রশিক্ষক, রবীন্দ্র সংগীতের স্বরলিপিকার আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হল কিছুদিন আগে, দু'দিন ধরে। নাম, অগ্নিরক্ষার ঋত্বিক শৈলজারঞ্জন সংগীত সায়হ্নিকা। সেই অনুষ্ঠানে উদযাপন করা হল শিল্পীর জীবনকে। পরিবারের সদস্য ও ছাত্রছাত্রীদের মুখে উঠে এল শিল্পীর জীবনের নানা অজানা গল্প। প্রবীণ ছাত্রছাত্রীরা গান গেয়েও শোনালেন। অনুষ্ঠিত হল 'শোনো কে বাজায়' নৃত্যনাট্য এবং 'শ্যামা'। বলতে গেলে, শিল্পীকে যেন নতুন করে চিনলেন প্রবীণ ও নবীন শিল্পীরা। দু'টি বইও প্রকাশিত হল এই সূত্রে। শৈলজারঞ্জনের জীবন ফুটিয়ে তোলা হল গান ও গল্পে।



আচার্য শৈলজারঞ্জন মজুমদার

নববর্ষের বুদবুদ

টেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট **মিস আঙুরলতা**

আচ্ছা, বাংলা নববর্ষে রেজোলিউশন হয় না? এই বঙ্গের তারকা তো... বাংলা ভাষায় কাজ করে। বাংলা নববর্ষ নিয়ে আলাদা শপথ নিতেই পারে। আঙুরবালার অবশ্য মনে হয়, মনের বিভ্রান্তি দূর করার শপথ নিতেই পারে তারা। তারামণ্ডলের যে বুদবুদ তারা মনের চারপাশে নিয়ে ঘুরছে, তাতে বাস্তবের মাটিতে নেমে আসাটা আশু কর্তব্য বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সেই কর্তব্যের পাঠ তাদের শেখাবে কে? তারা তো নিজের ইগো তৃপ্তি করতেই মত্ত। পরাক্রমশালী অভিনেতার একটি ছবি আসছে কিছুদিনের মধ্যে। সারমেয় সংক্রান্ত একটি ছবিতে অভিনয় করে সে একটু প্রশংসা পেয়েছে কী পায়নি, ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করে দিয়েছে। তার খুব ইচ্ছে এই নতুন ছবির প্রচার সে কোনও শপিংমলে করে। কিন্তু প্রযোজকরা রাজি হয়নি। তাতে তার কী রাগ! অহং তৃপ্ত করতে শেষে শপিংমলেই প্রচারের আয়োজন করতে হয়। কিন্তু লোক এলে তো! অনুষ্ঠান সময়ে শুরুই করা যায়নি লোক ছিল না বলে। শেষে ফের টাকা খরচ করে কিছু উপহার কিনতে হয় লোক টানার জন্য! তারপরে কী হল জানেন? পরাক্রমশালীর রাগ গিয়ে পড়ল প্রচারকার্যে থাকা লোকজনের উপরে। তারাই নাকি ঠিক করে বলেনি, পরাক্রমশালী কত বড় অভিনেতা!

এদিকে মহা সমস্যায় পড়েছে মিস শৈলশহর। এখন তার বেশ নামডাক হয়েছে। অভিনেত্রী হিসেবে প্রশংসা আসছে চারদিক থেকে। ফলে এখন যে কোনও জায়গায় আগেভাগে চলে গেলে হয়? লোকে হ্যাটা করবে না? তাই তো সে ভুল শুধরে নিল কিছুদিন আগে। একটি ছবির প্রচারে যাওয়ার কথা ছিল তার। সঙ্গে মিস ঝিনুকমালার। নির্দিষ্ট দিনে আগেভাগে অনুষ্ঠান স্থলের কাছাকাছি পৌঁছে সে জানতে পারে, ঝিনুকমালা তখনও আসেনি। তাই শৈল নিজের অহংবোধ তৃপ্ত করে ফেলেছে। সে দূরে একটি ক্যাফেতে গিয়ে চুপচাপ বসেছিল, যাতে ঝিনুকমালা আগে পৌঁছয় এবং শৈল পরে তারকাসুলভ এন্ট্রি নিতে পারে। তবে এসবে আমি খুব একটা দোষ দেখি না। তারকারা তো এরকম দুষ্টুমি করবেই। কিন্তু যুদ্ধজয়ী অভিনেতা যা শুরু করেছে, তাতে মনে হচ্ছে, তার বাস্তবের মাটিতে আছাড় খাওয়ার সময় এসে গিয়েছে। এমনিতেই তার কাজকর্ম বিশেষ নেই। কিন্তু তারকাসুলভ অ্যাটিটিউড আছে বিস্তর। সে নিজের জুতোর ফিতে নিজে বাঁধে না। একাধিক প্রেম সম্পর্কে জড়িয়ে থাকাটাকেই ধর্ম বলে মনে করে। এবং যখন যার সঙ্গে থাকে, তার সঙ্গে পরিচারিকাসুলভ আচরণ করে। জানা নেই, এই সাহস তাকে কে দিল। কিন্তু কী করা যাবে, সে তো নিজের মনের রাজা হয়েই বসে আছে। শেষে একটা মজার খবর দিই। প্রযোজক হাস্যমুখকে চেনেন তো? সে ভিন্ন ধারার বাংলা ছবি করতে ওস্তাদ। কিছুদিন আগে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিল একটি পার্টিতে। সেখানে এক নব্য মডেলের ব্যাগ থেকে হাস্যমুখের সহধর্মিণী নাকি কয়েক হাজার টাকা চুরি করে নিয়েছে! কেন? কিছু অসুখের ব্যাপারে মানুষ এখনও অজ্ঞ। সে জানলে নিশ্চয়ই চিকিৎসা করিয়ে নিত।





■ রজতাভ দত্ত। পাশে স্ত্রী সুজাতা

বরফের দেশে সুমেরু প্রভা

১৪ দিনের স্ক্যান্ডেনেভিয়া সফরে গেলেন **রজতাভ দত্ত**। বরফের দেশে অবাক করা কিছু জিনিস তাঁকে বিস্মিত করেছে। সুমেরু প্রভা থেকে সান্টা ক্লজ় ভিলেজ... নিজের অভিজ্ঞতার গল্প লিখলেন অভিনেতা।

এক কথায় এটা ছিল আমাদের ড্রিম ডেস্টিনেশন! যাওয়া আসা মিলিয়ে মোট ১৬ দিনের টুর। এত লম্বা সফর এর আগে ইজিপ্টে করেছিলাম। কন্যাকে ছাড়া এই প্রথম স্বামী-স্ত্রী মিলে ঘুরতে গেলাম। সঙ্গে অবশ্য আরও অনেকে ছিলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে এলেও, তাঁরা সকলেই বাঙালি। তাই সফর আরও খানিক সুন্দর হয়েছে, সে কথা বলতে পারি। স্ক্যান্ডেনেভিয়া ভ্রমণের উদ্দেশে রওনা দিলেও ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে এবং সুইডেনেই মূলত ঘুরেছি। ডেনমার্কটা এবারে বাদের খাতায় ছিল। প্রথমে গিয়ে পৌঁছই ফিনল্যান্ডের হেলসিনকি, সেখান থেকে আমাদের ডেস্টিনেশন ছিল হেলা অর্থাৎ আইসল্যান্ড। এরপরে সুইডেন ও নরওয়ের কিছু বিশেষ বিশেষ জায়গা। সেখানকার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ না করলেই নয়।



■ যীশু খ্রিষ্টের অন্যরকম আদল

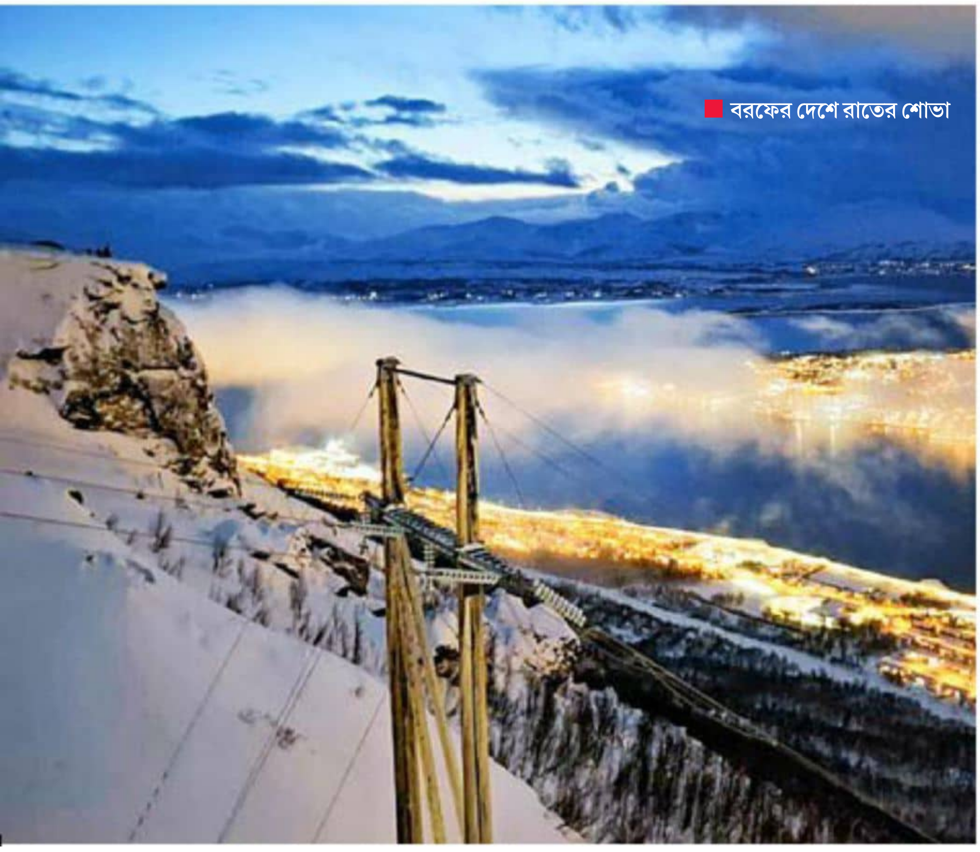


বরফের শহরে নিরিবিলি জনপথ



দিক নির্দেশক





বরফের দেশে রাতের শোভা

প্রথমেই বলব নর্দান লাইট অর্থাৎ সুমেরু প্রভার কথা। এর দেখা সব সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু এবারে তো বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে নর্দান লাইট দেখা গিয়েছে। আমরাও বিক্ষিপ্তভাবে মোট ছ'দিন দেখতে পেয়েছি। আমার এক বন্ধু ইউকে-তে থাকে, ওরা এর আগে দশ দিন ওখানে গিয়ে থেকেছিল শুধু এটার জন্যই। কিন্তু দেখতে পায়নি। অথচ গভীর রাতে ঘুমচোখে আমি আর আমার স্ত্রী ব্যালকনি থেকে সেই দৃশ্য উপভোগ করেছি। যাকে বলে, দুয়ারে অরোরা! আর একটা জায়গা আমাকে খুব অবাক করেছে। সেটা হল ফিনল্যান্ডের স্যান্টা ক্লজ় এক্সপ্রেস। স্যান্টা ক্লজ় ভিলেজ, আর্কটিক সার্কেল... এই সব জায়গাগুলো। ওখানের মানুষদের বিশ্বাস, স্যান্টা ক্লজ় এখনও ওই গ্রামেই থাকেন। সান্টা ক্লজ় সেজে থাকেন কিছু জন। অর্থের বিনিময়ে ওঁদের সঙ্গে ছবি তোলা যায়। একটা দল থাকে, তারা আবার বিভিন্ন কাহিনি বর্ণনা করে। একটা পোস্ট অফিস রয়েছে, আট ইউরোর বিনিময়ে সান্টা ক্লজ়কে চিঠি লেখা যায়। তার উত্তর এসে পৌঁছবে আপনার বাড়িতে!

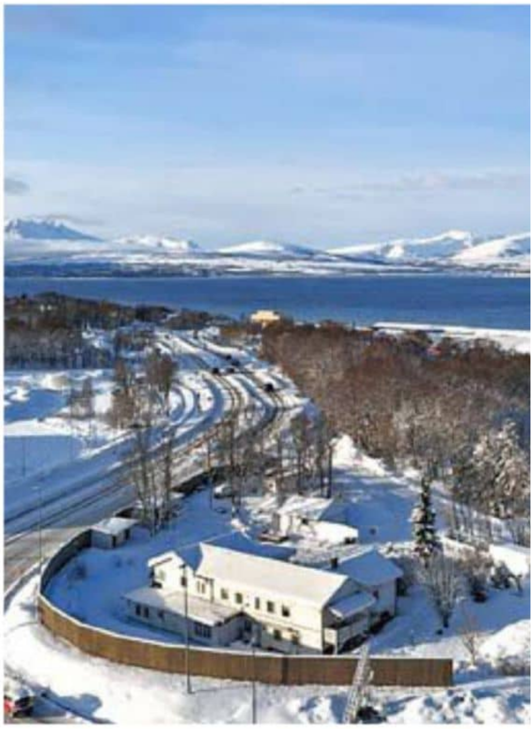
আইসল্যান্ড ছাড়া ফিনল্যান্ড, নরওয়ে কিম্বা সুইডেনের ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যখন প্রবেশ করছি, আমাদের গাইড মুখে বলে দিচ্ছে, 'আমরা নরওয়ে এলাম বা সুইডেনে এলাম'। অথচ আলাদা করে কোনও গেট নেই, কোনও সীমানা নির্ধারণ করা নেই। এমনকি কোনও পেপার চেকিং-এরও ব্যাপার নেই। অদ্ভুতভাবে সব জায়গা বরফে ঢাকা থাকলেও, টেক্সচারের পরিবর্তনটা বেশ ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়। শাহরুখ খানের



■ ইগলুর সামনে রজতাভ, ভিতরের তাপমাত্রা আরামদায়ক জানিয়েছেন তিনি (উপরে) স্ত্রী সুজাতার সঙ্গে (নীচে)



‘দিলওয়ালে’ ছবির ‘গেরুয়া’ গানটির শুটিং যেখানে হয়েছে, সেখানেও গিয়েছিলাম। খুব বেশিক্ষণ ওখানে দাঁড়ানো অসম্ভব। এতটাই ঠান্ডা! ঠেলে ফেলে দেওয়ার জোগাড়। তার সঙ্গে দোসর তুষার বৃষ্টি! ছোট ছোট শিলাবৃষ্টিও বলা যেতে পারে। তাপমাত্রা কখনও কখনও মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রিতেও চলে যায়। আমাদের বাঙালিদের ক্ষেত্রে খুব বেশিদিন বাড়ির বাইরে বা বিশেষত বিদেশে থাকাটা এমনিতেই খুব কষ্টকর। বাড়ির প্রতি একটা টান কাজ করে। সেখানে আমি ধন্যবাদ জানাব আমাদের টুর কোম্পানিকে। অত্যন্ত ভালভাবে তারা সকলের দেখভাল করেছে। প্রত্যেকেই সুস্থ এবং স্বাভাবিক ছিল। কারও কারও তো বয়স তো আবার ৯০-এর ঘরে!



■ বরফে মোরা আইসল্যান্ড



ওখানে গিয়ে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান খাবারও চেখে দেখলাম। ওদের ব্রেকফাস্ট বা স্টাটারে যে স্যালাড বা সুপ দেয়, সেটা খেতে খুবই ভাল। কিন্তু মেন কোর্সে যে বাটার রাইসটা দিত, সেই চালটা আধসেদ্ধ। বাঙালিদের পক্ষে দীর্ঘদিন ওই খাবার খেয়ে থাকা অসম্ভব। আমরা যেহেতু অনেকে বাঙালি ছিলাম, টুর প্ল্যানাররা চেষ্টা করত, রাতের খাবারটা অন্ততপক্ষে কোনও বাঙালি হোটেল থেকে দিকে। সকালের দিকে যেখানে থাকতাম সেখানে হয়ে যেত। দুপুরের দিকে আমরা বেশিরভাগ বার্গার, স্যান্ডউইচ জাতীয় খাবার খেতাম। ওখানে কম তেল-মশলাযুক্ত খাবার দেওয়া হয়। খাবারে নুন, গোলমরিচ কম থাকে। খাবারের প্রসঙ্গ থেকে এবার কী কী দেখলাম, সেই প্রসঙ্গে ফিরে যাই। গ্লেসিয়ার দেখলাম, তবে গ্লেসিয়ার ভাঙতে দেখিনি। ওই ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। একটা জিনিস আমাকে আরও অবাক করেছে। এক জায়গায় বরফগুলো উপরের দিকে ফুটে উঠছে। খুব সম্ভবত ওখানে মাটির নীচে কোনও আগ্নেয়গিরি রয়েছে। দুটো বিশেষ জায়গা আবার চিহ্নিতকরণ করা রয়েছে। যেখান থেকে দুধ উতলে ওঠার মতো বাষ্প উপর দিকে উঠে আসছে এবং সেই বাষ্প প্রায় পাঁচতলা বাড়ির সমান উচ্চতা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। তবে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে আরও উত্তর প্রান্তে। আমরা সেই দিকে যাইনি। মোট ১৪ দিনের ট্রিপে আরও জায়গা যুক্ত করা সম্ভব হত না। ৭-৮ ঘণ্টা বাসে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঘুরে বেড়ানো ভীষণ কষ্টকর। আরও একটা সমস্যার কথা বলি। ওখানে সবাই সাধারণ কলের জল খায়। মানে বাথরুমের কল থেকে যে জল পড়ছে, সেটা। পাশে গরম জলেরও একটা কল থাকে। কিন্তু ওই জলটা ভাল না। আমরা ভুল করে নিজেদের আরামের স্বার্থে ওই গরম জলটাই খেয়ে ফেলেছিলাম। তাতে বেশ কিছুজনের পেটে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। হাস্কিদের ফার্মে গিয়ে দেখা মিলল সাইবেরিয়ান ও আলাস্কান হাস্কির। সঙ্গে হাস্কি স্লেজের। আর সবশেষে দেখলাম পোলার বিয়ার। সব মিলিয়ে বরফের দেশে এই সফর মনে রাখার মতো।

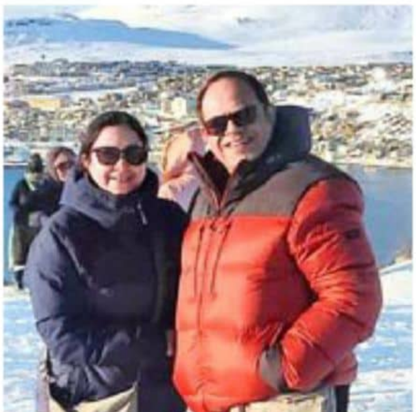


■ সুমেরু প্রভার অপরূপ ঝলক





■ হাস্কি ফার্ম থেকে



■ তাঁদের দু'জনের কাছেই এটা ড্রিম ডেস্টিনেশন



সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন- সাগরিকা চক্রবর্তী



জেনিফার লোপেজ় ও বেন অ্যাফ্লেক

বিয়ের আংটি!

কিছু মাস আগেই জানা গিয়েছে, তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। বেন অ্যাফ্লেক এবং জেনিফার লোপেজ় যদিও এই নিয়ে খুব একটা হইচই করেননি। একে অপরের প্রতি সম্মান রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ দেখা গেল বেনের হাতে সেই পুরনো বিয়ের আংটি। লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ছবি দেখে নড়েচড়ে বসে সকলে। তার মানে কি ফের এক হচ্ছেন তাঁরা? কিন্তু না, শোনা গেল, বেন নাকি নেটফ্লিক্সের একটি নতুন সিরিজ়ে অভিনয় করছেন। তার শুটিংয়ের জন্যই আংটি পরেছেন। কিন্তু অভিনয়ের জন্য সেই বিয়ের আংটিই বাছতে হল!





রবার্ট ডি নিরো

নিরোকে সম্মান

কিংবদন্তি অভিনেতা রবার্ট ডি নিরোকে জীবনকৃতী সম্মান জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কান চলচ্চিত্র উৎসব কর্তৃপক্ষ। আসন্ন ৭৮-তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে এই অভিনেতাকে পাল দি অর নামে পুরস্কারটি দেওয়া হবে। এই বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হবে উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। রবার্টের সঙ্গে কান উৎসবের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ১৪ বছর আগে তিনি কানের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগের জুরি বোর্ডের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। রবার্টের বক্তব্য, “কান চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতি আমার গভীর অনুভব রয়েছে... বিশেষ করে এখন, যখন বিশ্বে এত কিছু আমাদেরকে বিভক্ত করছে, তখন কান আমাদের একত্রিত করে। এটা যেন ঘরে ফেরার মতো।”



ভ্যাল কিলমার

প্রয়াত ভ্যাল

মারা গেলেন হলিউড অভিনেতা ভ্যাল কিলমার। গলার ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন অভিনেতা। দীর্ঘ অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করে ৬৫ বছর মারা গেলেন তিনি। ‘টপ গান’, ‘ব্যাটম্যান ফরএভার’, ‘হিট’, ‘কিস কিস ব্যাং ব্যাং’-এর মতো ছবি করেছেন এই অভিনেতা। ‘দ্য ডোরস’ ছবিতে গায়ক জিম মরিসনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ভ্যাল। মঙ্গলবার লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রয়াত হন ভ্যাল। তাঁর মেয়ে জানিয়েছেন, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে শিল্পীর।

আসছে স্পাইডারম্যান

ফের আসছে স্পাইডারম্যান। এ বার ‘স্পাইডারম্যান’ ফ্র্যাঞ্চাইজ়ির নতুন ছবির নাম ঘোষণা করা হল। টম হল্যান্ড অভিনীত এই নতুন ছবিটির নাম ‘স্প্যাইডারম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’। আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে মুক্তি পেতে চলেছে ফ্র্যাঞ্চাইজ়ির চতুর্থ ছবিটি। ‘শাং চি’ এবং ‘লেজেন্ড অব দ্য টেন রিংস’-খ্যাত পরিচালক ডেস্টিন ড্যানিয়েল ক্রেটন এই নতুন নামটি ঘোষণা করেছেন। পিটার পার্কারের চরিত্র একেবারে নতুন ভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে এই ছবির জন্য, সে কথাও বলেন নির্মাতা। তার মানে কি দর্শকদের কাছে স্পাইডারম্যানের চরিত্রের ভিন্ন কোনও দিক ধরা দেবে এবং থাকবে চমক?



টম হল্যান্ড



কাছের বন্ধু

অভিনয় থেকে কয়েক মাসের বিরতি নিয়েছেন এমা ওয়াটসন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ের উপর মাস্টার্স করছেন। সেখানেই নাকি জীবনের সবচেয়ে কাছের বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছেন এমা। শোনা যাচ্ছে, কিয়েরন ব্রাউন নামে এই ছেলেটি সাহিত্যের ছাত্র। এবং তাঁর এমার তারকা তকমা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। সেটাই এমাকে সবচেয়ে বেশি টেনেছে। এখন পড়াশোনার পাশাপাশি তাঁরা ভাল সময় কাটাচ্ছেন একে অপরের সঙ্গে। যদিও তাঁরা নাকি জানেন না ভবিষ্যৎ কী হবে।

■ এমা ওয়াটসন



সিকন্দর

4/10

এই সিকন্দর খুব দুর্বল

পরিচালনা: এ আর মুরুগাদস
অভিনয়: সলমন খান, রশ্মিকা মন্দানা, কাজল অগ্রওয়াল, শরমন যোশী, সুনীল শেট্টি, অঞ্জিনী ধওয়ান, সত্যরাজ, প্রতীক স্মিতা পাটিল

শাহরুখ খান পেরেছিলেন। অ্যাটলির হাত ধরে ‘জওয়ান’-এ যেন শাহরুখের পুনর্জন্ম হয়েছিল। কিন্তু এ.আর মুরুগাদসের হাত ধরলেও সলমন খান সেই কাঙ্ক্ষিত ম্যাজিক দেখাতে ব্যর্থ। ইদানিং, বলিউডের তারকারা দক্ষিণের পরিচালকদের হাত ধরছেন নিজেদের কেরিয়ার পুনরুদ্ধার করতে। কারণ, লার্জার দ্যান লাইফ ছবিকে দক্ষিণী পরিচালক ও লেখকরা যে ভাবে ট্রিট করেন, বলিউড ইদানিং তার ধারেপাশেও আসতে পারে না। মুরুগাদসের ফিল্মোগ্রাফি দেখলে অবশ্য তাঁর উপর ভরসা না করার কোনও কারণ নেই। ‘গজনী’ (তামিল ও হিন্দি দু’টোই), ‘সরকার’, ‘দরবার’, ‘স্পাইডার’...তামিল ও তেলুগুতে বড় বাজেটের, বড় তারকা সমন্বিত ছবি বক্স অফিসে মারকাটারি ব্যবসা করেছে। তাই তাঁর উপর ভরসা করে সলমন ভুল করেননি। কিন্তু ‘সিকন্দর’-এ নায়ক ও পরিচালক, দু’জনেই হতাশ করলেন অনেকটা। সংলাপ, অ্যাকশন, রোম্যান্স সব থাকা সত্ত্বেও ভাইজানের সোয়্যাগ আর উত্তুঙ্গ হিরোইজ়ম এ ছবিতে অধরাই রইল। নায়কের এন্ট্রি সিন বেশ ভাল। মন্ত্রীর ছেলেকে (প্রতীক) ফ্লাইটের মধ্যে ‘শিক্ষা’ দেওয়ার জন্য নায়কোচিত অ্যাকশন, সংলাপে সাজানো এন্ট্রি তাঁর। সিটি, হাততালিতে ভিন্টেজ ভাইজান যেন! কিন্তু ওই দৃশ্য দেখে খুব বেশি আশা করে ফেললেই মুশকিল। প্লটে কোনও নতুনত্ব নেই, সংলাপের ধারও মশলা ছবির নিরিখে বেশ জোলো। গল্পে সলমন একাই একশো, তিনিই মসীহা। সিকন্দরের নামে ৫৯টা পুলিশ কেস, কিন্তু কেউ তাঁকে ছুঁতে পারে না। ধারাভি বস্তির কাছে শিশুরা যক্ষা রোগগ্রস্ত। কিন্তু সেখানেই জঞ্জাল জ্বালায় ভিলেনরা। জমি ফাঁকা করে শপিং মল গড়ার ধান্দা তাদের। রুখে দাঁড়ান সিকন্দর। সিকন্দরের হাতে যে মন্ত্রীপুত্র মারা যায়, তার বাবা রাকেশ প্রধান (সত্যরাজ) গুণ্ডাদের কাজে লাগায় সিকন্দরকে খতম করতে। কিন্তু তিনি তো এক এবং অদ্বিতীয়। বোঝাই যায়, ছবির গল্প সলমনকে ভেবেই লেখা। এবং যে অ্যাংরি ইয়ং ম্যান জঁরের প্রভাব দক্ষিণের বাণিজ্যিক ছবিতে বরাবর রয়েছে, এই ছবিও তার ব্যতিক্রম নয়। ‘গজনী’র মতো নয় ঠিকই, কিন্তু এই ছবিতেও সলমনের স্ত্রী রশ্মিকা মন্দানার চরিত্রটি মারা যায়। কিন্তু অঙ্গদানের মাধ্যমে সে আরও তিনজন মানুষের মধ্যে জীবিত থাকে। এই মানুষগুলিকে মারতে চায় রাকেশ, তাদের প্রোটেক্টর সিকন্দর। মৃত্যুর পর অঙ্গদান, বস্তির অসহায় শিশু, বহুতল নির্মাণ আটকানো... কতকিছু একসঙ্গে গুঁজে দিয়েছেন মুরুগাদস। কিন্তু ছবিতে সলমনের সোয়্যাগ কিঞ্চিৎ আলসেমিতে ভরা যেন! কিছুতেই সেই রাগী ভাইজানকে পাওয়া গেল না। যদিও অনেকের মতে, এ ছবি সলমনের ‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’-এর চেয়ে ভাল। কিন্তু ওটুকুতে কি আর মন ভরে? রশ্মিকার সঙ্গে বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও তার

সমীকরণ খারাপ লাগে না। তবে সত্যরাজ বা শরমন যোশীর মতো অভিনেতাদের প্রায় ব্যবহার করেননি পরিচালক। সবমিলিয়ে এই ছবি সলমন ফ্যানদের হতাশ করবে।

হাঙ্গামা.com

6/10

মজার ছবি

পরিচালনা: কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়
অভিনয়: খরাজ মুখোপাধ্যায়, রজতাভ দত্ত, বনি সেনগুপ্ত, কৌশানী মুখোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, ওম সাহানি, তুলিকা বসু

হাঙ্গামা.com একটি পুরোপুরি মজার ছবি। দুই মধ্যবয়সি বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন রজতাভ এবং খরাজ। যারা বাঙালি হলেও, একে অপরের বাঙালি সংস্কৃতির চরম বিরুদ্ধে। এই বিরোধিতার মাঝে ফেঁসে যায়, তাদেরই ছেলেমেয়েদের বিয়ে। বিয়েটা যাতে হয়, সেই সমস্যা সমাধানের জন্য দুই বাবাকে নিয়ে তাদের ছেলেমেয়েরা একটি অভিনব পরিকল্পনা করে। এই মজার ঘটনাটির জন্যই ছবির শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে দর্শকদের। ছবিটিতে মজার সংলাপ এবং যথাযথ সময়ে যথাযথ সংলাপের ব্যবহার, ছবিটিতে অন্য মাত্রা এনে দেয়। ছবিটি মূলত এগিয়ে নিয়ে যায় রজতাভ ও খরাজের মজার অভিনয়। ওম, বনি, কৌশানী ও শ্রাবন্তী... প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গায় যথাযথ। তবে কিছু জনের চরিত্রে আর একটু জোর দিলে ভাল হত। তবে সব শেষে বলা যায়, পরিচালক বাঙাল-ঘটির চিরদ্বন্দ্বকে বেশ মজার ছলে পর্দায় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।



ছাদ

মনে রাখার মতো

6/10



পরিচালনা: ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী
অভিনয়: পাওলি দাম, রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরাধা রায়, রাজনন্দিনী পাল

সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের ঘেরাটোপেও শিক্ষিত পুরুষের মনে পুরুষত্বের চেনা অধিকারবোধ, সহধর্মিণীর চেয়ে বয়স্ক বাবা-মায়ের প্রতি একটু বেশিই পক্ষপাতিত্ব দেখানো এখনও 'স্বাভাবিক' ধরে নেওয়া হয়। যার জেরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও একটি মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে পরিচালিকা মিত্রা (পাওলি) নামের স্কুল শিক্ষিকার মনের গভীরে ঢুকতে চেয়েছেন। সংসারের দমবন্ধ করা পরিস্থিতির মধ্যে তার একমাত্র স্বস্তির জায়গা ছিল তিনতলায় আকাশের তলায় একটুকরো ছাদ। ফুলের বাগান, প্রতিবেশী বাচ্চাদের ঘুড়ি ওড়ানো, খোলা

আকাশের তলায় শুয়ে থাকার মধ্যেই পেয়ে যেত সে মনের শান্তি। তরুণী ননদ মুকুলও তার সঙ্গী (রাজনন্দিনী)। স্বামী সঞ্জয় (রাহুল) জনপ্রিয় এক সংবাদপত্রের সাংবাদিক। স্ত্রীর লেখক সত্তাকে তেমন গুরুত্ব দেন না। পাড়ার পরিচিত অন্য এক তরুণ সাংবাদিক মিত্রাকে তাদের পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় উপন্যাস লেখার অনুরোধ জানায়। পারবে কি মিত্রা নিজের ভালবাসাকে সামনে আনতে?
খুবই সাবলীল ভঙ্গি ছবিটির। পর্দায় মধ্যবিত্ত বাঙালি সংসারের ছবিটি বেশ বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গেই ইন্দ্রানী তুলে এনেছেন। বাড়ির পরিবেশ, ঘরের সাজসজ্জা, নিজেদের ছাদ, প্রতিবেশীর ছাদ, ঘুড়ি ওড়ানোর দৃশ্যগুলো সুন্দর। আবহ পরিবেশকে আরও মজবুত করেছে। আর শিল্পীদের অভিনয়, মানে পাওলি দাম ও রাহুল বেশ ভাল। ননদের চরিত্রে রাজনন্দিনীকে বেশ লেগেছে। সবমিলিয়ে ভাল লেগেছে ছবিটি।

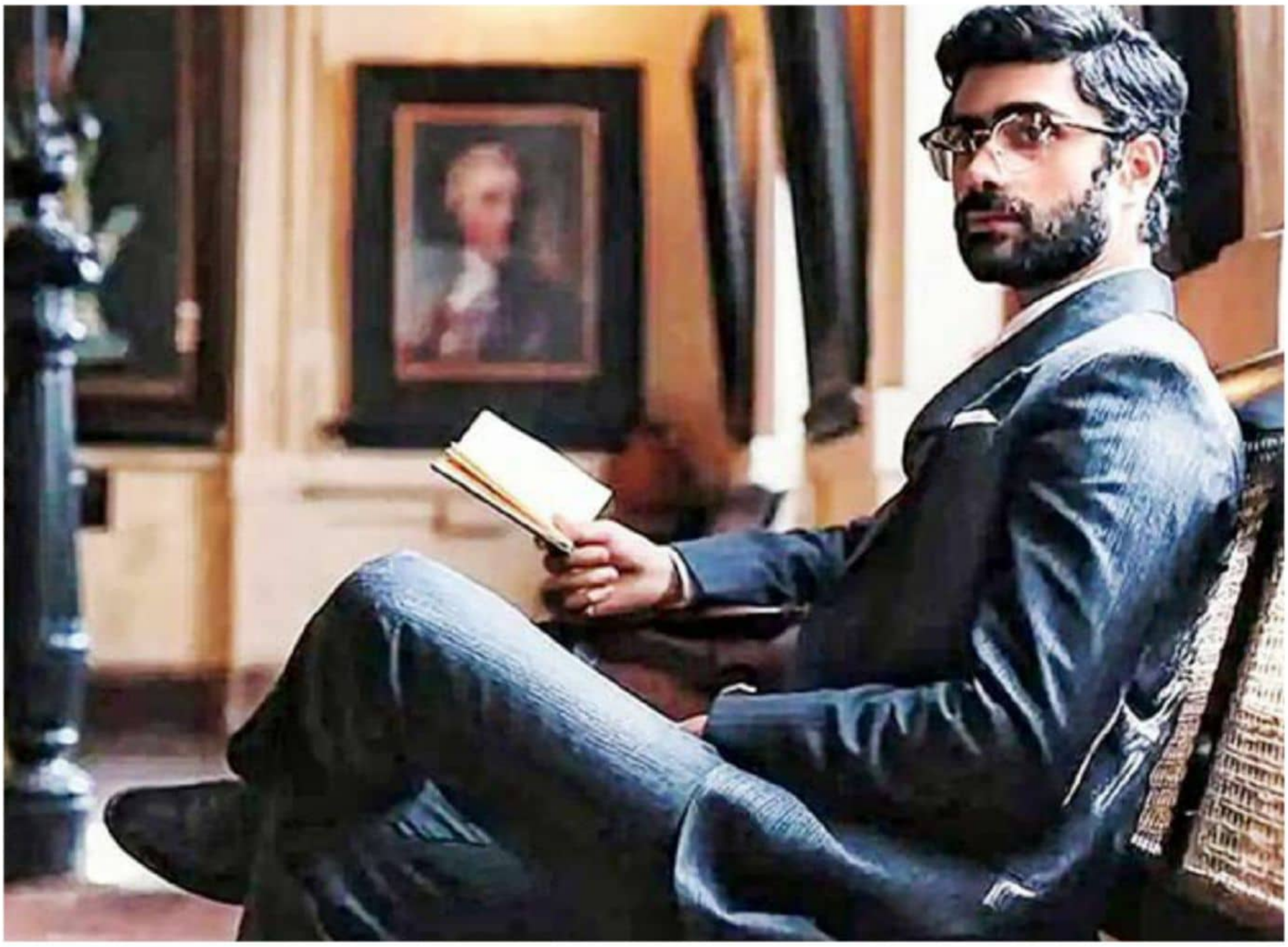
দ্য ওয়েকিং অফ আ নেশন

আরও ভাল হতে পারত

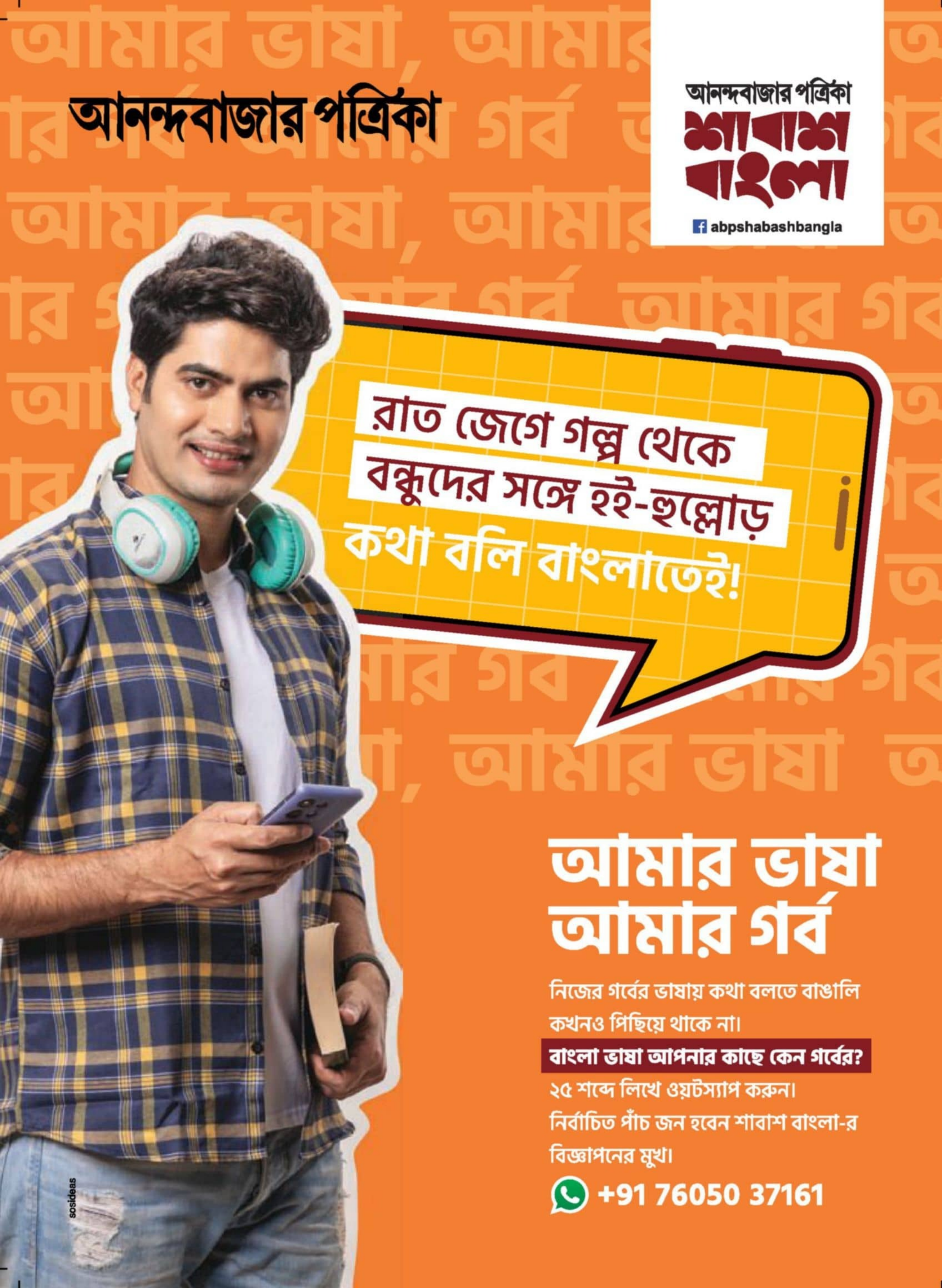
5/10

পরিচালনা: রাম মাধবনী
অভিনয়: তারুক রায়না, শাহিল মেহতা, নিকিতা দত্ত

রাম মাধবনের ছবির প্রতি বিশেষ আশা থাকতেই পারে দর্শকদের। কিন্তু সিরিজ়ের শুরুতেই কিছু কথা মেনে নিতে হবে। যে গল্পে ইতিহাস কিংবা রাজনৈতিক বিষয়বস্তু থাকে, তাতে অবশ্যই পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু আঙ্গিক থাকে। এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা এই সিরিজ়ের মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু সিরিজ়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেখানো হয়েছে এই ঘটনাটি ঘটার আগে কী কী হয়েছিল। বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে এর যোগসূত্র। সেই সময় ব্রিটিশদের বিভিন্ন কার্যকলাপ। রিসার্চের দিক থেকে বিশেষ খামতি নেই। কিন্তু কোর্টরুম ড্রামায় প্রোডাকশন ডিজ়াইনিংয়ের দিকটা ভাল হওয়া প্রয়োজন, যা এখানে একেবারেই নেই। পুরো ব্যাপারটাই অত্যন্ত মেকি লাগে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে মুখ্য চরিত্রের অভিনয় প্রশংসাযোগ্য। বাকি চরিত্রদের সেইভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি পরিচালক।




কলমে সুনীল,
কণ্ঠে মীর!
সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা
রোমহর্ষক কাহিনি এ বার মীর-এর কণ্ঠে।
শুনুন আরও আনন্দ-এর নতুন পডকাস্ট
'জলদস্যু'
sosideas


আনন্দবাজার পত্রিকা
আনন্দবাজার পত্রিকা
শাবাশ বাংলা
abpshabashbangla
রাত জেগে গল্প থেকে
বন্ধুদের সঙ্গে হই-হুল্লোড়
কথা বলি বাংলাতেই!
আমার ভাষা
আমার গর্ব
নিজের গর্বের ভাষায় কথা বলতে বাঙালি কখনও পিছিয়ে থাকে না।
বাংলা ভাষা আপনার কাছে কেন গর্বের?
২৫ শব্দে লিখে ওয়টস্যাপ করুন।
নির্বাচিত পাঁচ জন হবেন শাবাশ বাংলা-র বিজ্ঞাপনের মুখ।
+91 76050 37161
sosideas